জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

আস্থা ভোট

আজ ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় চম্পাই সোরেনের আস্থা ভোট। ইতিমধ্যেই আরও এক বিধায়ক বেসুরো। সব মিলিয়ে ৪ জন। কেনাবেচা করে ভাগ্য ফেরাতে মরিয়া বিজেপি

হিমাঙ্কের নিচে

১৬ বছরে এই প্রথম কাশ্মীরের তাপমাত্রার এত পতন। বৃষ্টির মতো অঝোরে তুষারপাত হয়ে চলেছে সেখানে। কাশ্মীর এখন হিমাঙ্কের নিচে

আজ রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু

মালবাজারের শ্রমিক নেতার জঙ্গলে দেহ উদ্ধার, গ্রেফতার ২ বিজেপি কর্মী

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৬৫ ● ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ● ২১ মাঘ ১৪৩০ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 19, Issue - 265 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 5 FEBRUARY, 2024 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

আমাকে ওরা বিজেপিতে যেতে চাপ দিচ্ছে

কেজরিওয়ালের বিস্ফোরণে খুলে গেল গেরুয়া মুখোশ

প্রতিবেদন : ওরা আমার ও আমাদের বিরুদ্ধে যেকোনও ষড়যন্ত্র করতে পারে। আমি মাথা নত করব না। বলা হয়েছে আমি বিজেপিতে যোগ দিলে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি বলেছি, কখনওই বিজেপিতে যাব না। রবিবার বিস্ফোরক মন্তব্য করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আপের সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

তাঁর দাবি, আবগারি দুর্নীতি মামলায় তাঁকে বারবার সমন পাঠাচ্ছে ইডি। তিনি যদি বিজেপিতে যোগ দেন তাহলে তাঁকে সেই মামলা থেকে রেহাই দেওয়া হবে। এদিন এক্স মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, আমরা যদি কিছু ভুল করতাম, তবে আমরা অন্যদের মতো বিজেপিতে যোগ দিতাম এবং মামলা বন্ধ করে দিতাম। আমরা যখন কোনও অন্যায় করিনি তাহলে বিজেপিতে যোগ দেব কেন? আমাদের বিরুদ্ধে আরোপিত সব মামলাই মিথ্যা। আজ না হলে কাল সব মামলা শেষ হয়ে যাবে। (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

মনো আয়না (গান)

চোখই মনের আয়না—
মন জোছনা, জোছনা, জোছনা
অঙ্গে বঙ্গে জলতরঙ্গে
মন কথা বলো, বলো না।।

মনোবিতানে, মনো অরণ্যে
পাখিবিতানের সুরছন্দে,
ইকির মিকির সুরের তালে
হৃদয় জাগে মনোচন্দ্রে।
চোখই মনের আয়না—
কথা বলো, বলো, বলো না।।

চোখের তারায় সূর্য হাসে,
মনের বায়না ফুরায় না,
প্রতি মুহূর্তে আঁখিতে মেলে
নূতন চিন্তা, ভাবনা—
চোখই মনের আয়না।

নিজ মনোবিতানে, নিজের মনে
এগিয়ে চলে মন ছন্দে,
চোখের ভাষাই মনের ভাষা
মিলিয়ে দেয় আনন্দে—
চোখই মনের আয়না।।

রেড রোডের ধরনা মঞ্চে যুবদের অঙ্গীকার

সব বঞ্চনার জবাব দেব ৪২-এ ৪২ জিতে

■ রেড রোডে ধরনা মঞ্চে সভানেত্রী সায়নী-সহ দলীয় নেতৃত্ব। রবিবার।

প্রতিবেদন : টার্গেট ৪২-এ ৪২। বিজেপিকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়া হবে না। সব বঞ্চনার জবাব দেব লোকসভা নির্বাচনে সব আসন জিতে। রবিবার রেড রোডের ধরনা মঞ্চ থেকে শপথ নিল যুবরা। যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষের নেতৃত্বে রবিবার সকাল থেকে ধরনা মঞ্চ ছিল বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উত্তাল। এই মঞ্চ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইয়ের যে ডাক নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন, সেই লড়াইয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়বে তৃণমূল যুব। এদিন মঞ্চে বক্তৃতা করতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ, শান্তনু সেন সহ যুব নেতৃত্ব বাম, বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেসকে তুলোধোনা করেন। সকলেই বুঝিয়ে দেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস সর্বাত্মকভাবে বাংলায় প্রতিটি আসনে জোরদার লড়াই করবে ও জয় ছিনিয়ে আনবে।

এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ তাঁর ঝাঁঝালো বক্তৃতায় বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো পরের ব্যাপার। আগে দলবদলু গদ্দাররা তৃণমূলের ছাত্র-যুবদের সঙ্গে লড়ে দেখাক! তারপর না হয় ওদের সঙ্গে লড়বে।

আজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ধরনা

কুণাল বলেন, এটা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই। লড়ছে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস। যুবদের একটা বাড়তি দায়িত্ব রয়েছে। এই কথা প্রসঙ্গেই তিনি কার্যত লোকসভায় ৪২-এ ৪২-এর টার্গেটের কথা বলেন। সমস্বরে যুবরা জানিয়ে দেয়, এবার ৪২-এ ৪২-ই হবে। সাম্প্রদায়িক বিজেপি ও ৩৪ বছর বাংলায় অত্যাচার করা বামেদের একটা আসনও নয়। (এরপর ৬ পাতায়)

বামেদের পাপের দায় কেন নেবে তৃণমূল?

প্রতিবেদন : ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কড়া চিঠি লিখে ক্যাগ রিপোর্টে বিজেপির মিথ্যাচার প্রকট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তৃণমূল সাফ জানিয়ে দিল, ২০১১ সালের পর থেকে এই বিষয়ে কোনও গলদ হয়নি সরকারের। বাম আমলে কী হয়েছে তার দায় তৃণমূল সরকার নেবে না।

ক্যাগের মিথ্যাচার নিয়ে তোপ নেতৃত্বের

রবিবার ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, ক্যাগ রিপোর্টে ২০০২-০৩ সাল থেকে ২০২০-২১ সালের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে ২০১১ সাল পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিল। তাই বাম আমলে কী হয়েছে তার দায় তৃণমূল সরকার নিতে বাধ্য নয়। তিনি জানান, ২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর যতবার কেন্দ্রের তরফে টাকা এসেছে যথাযথ সময়ে খরচের হিসাব কেন্দ্রীয় বিভাগে তারা দিয়েছে। তাই পরের টাকাও ঠিক সময়ে এসেছে। সম্প্রতি সচিবপর্যায়ে বৈঠকে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। (এরপর ৬ পাতায়)

আজ দিল্লির পথে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : **আজ দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার ৫ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ঝটিকা সফরে দিল্লি আসবেন মুখ্যমন্ত্রী। পরেরদিন 'ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন' বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের কমিটির বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি। ওই কমিটিকে আগেই চিঠি লিখে নিজের অসহমতের কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যে দলগুলি 'ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন'-এ অসহমত জানিয়েছে, তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন** (এরপর ৬ পাতায়)

বাংলার নেত্রীর পথেই বকেয়া চেয়ে ধরনায় কেরল মুখ্যমন্ত্রী

দ্বিচারী সিপিএম

প্রতিবেদন : বামেদের মিথ্যাচার, দ্বিচারিতা ফের প্রকাশ্যে। বাংলার প্রাপ্য মেটানোর দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরনা বা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি অভিযান নিয়ে কম বাঁকা কথা শোনায়নি সিপিএম। সোশ্যাল মিডিয়ায় কম টিপ্পনী কাটেনি তারা। এখন সেই সিপিএমই তৃণমূলের দেখানো পথে হেঁটে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে দিল্লি অভিযানে নামছে। একই ইস্যুতে বাংলায় তারা তৃণমূলকে গালমন্দ করছে, আর দিল্লিতে বিজেপির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামছে। এর থেকে বড় দ্বিচারিতা আর কী হতে পারে?

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথকে অনুসরণ করেই কেরলের মুখ্যমন্ত্রী দিল্লির রাজপথে ধরনায় বসছেন। সিপিএমের কেরল নেতৃত্ব তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথ ধরে দিল্লি অভিযানে নামছে। এর থেকেই প্রমাণিত, বামেদের সব চেতনাই দেরিতে হয়। (এরপর ৬ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

5 February, 2024 • Monday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৩২ শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-২০২১) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম চিত্তপ্রিয় ঘোষ। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন অধ্যাপনাকেই। পড়িয়েছেন কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ, সিটি কলেজ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরে পড়িয়েছেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, সিমলার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজ এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। বহু পুরস্কারে সম্মানিত। ১৯৭৭-এ ‘মূর্খ বড়, সামাজিক নয়’ কাব্যগ্রন্থের জন্য নরসিংহ দাস পুরস্কার, ওই বছরই ‘বাবরের প্রার্থনা’ কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান শঙ্খবাবু। ১৯৮৯ সালে ‘ধুম লেগেছে হৃদকমলে’ কাব্যগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার, ‘গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ’র জন্য সরস্বতী পুরস্কার পান। ২০১৬ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার।১৯৯৯ সালে বিশ্বভারতীর দ্বারা দেশিকোত্তম সম্মানে এবং ২০১১-য় ভারত সরকারের পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত। কবিতার পাশাপাশি রবীন্দ্রচর্চাতেও প্রসিদ্ধি। ‘ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ’ তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ। প্রাবন্ধিক হিসেবেও সুবিদিত। ‘শব্দ আর সত্য’, ‘উর্বশীর হাসি’, ‘এখন সব অলীক’ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ।

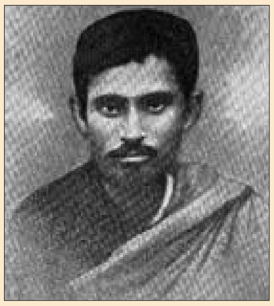

১৯৫৫ করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫) এদিন প্রয়াত হন। ছাত্রজীবন থেকে কবিতা লিখতেন। তাঁর প্রথম লেখা দেশাত্মবোধক কাব্য ‘বঙ্গমঙ্গল’ প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে। এটি রাজরোষে পড়ার আশঙ্কায় বিনা নামে বের হয়। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ‘প্রসাদী’, ‘ঝরাফুল’, ‘শান্তিজল’, ‘শতনরী’, ‘রবীন্দ্র আরতি’, ‘গীতায়ন’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাঁর দ্বারা পরবর্তীতে মোহিতলাল মজুমদার-সহ অনেক কবি প্রভাবিত হন।

১৮৪০ জন বয়েড ডানলপ (১৮৪০-১৯২১) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৭ সালে জন বয়েড ডানলপ তাঁর ছেলের তিন চাকার সাইকেলের জন্য একটি নিউম্যাটিক টায়ার আবিষ্কার করেন। ১৮৮৯ সালে ডানলপ তাঁর এই নব উদ্ভাবিত টায়ারের পেটেন্টের জন্য আবেদন করেন। ১৮৯০ সালে ডানলপ তাঁর ব্যবসায়িক সহযোগী উইলিয়াম হারভে দ্যু ক্রসের সঙ্গে মিলে আয়ারল্যান্ডে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নিউম্যাটিক টায়ার উৎপাদন শুরু করেন।

১৯৭৬ অভিষেক বচ্চনের জন্মদিন। অমিতাভ বচ্চন ও জয়া বচ্চনের ছেলে। স্ত্রী ঐশ্বর্য রাই। ২০০০ সালে রিফিউজি চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর চলচ্চিত্রজীবন শুরু হয়। ছবিটি তেমন ব্যবসা করতে না পারলেও চলচ্চিত্রবোদ্ধাদের কাছে বেশ আদৃত হয়। পরবর্তী বেশ কয়েক বছর বচ্চন যেসব চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন তার বেশিরভাগই বক্স অফিসে সাড়া ফেলতে ব্যর্থ হয়। এরপরে তিনি ২০০৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্লকবাস্টার ‘ধুম’ ছবিতে অভিনয় করেন যা তাঁর কেরিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তিনি ‘যুবা’, ‘সরকার’ ও ‘কভি আলবিদা না কহনা’ ছবিতে অনবদ্য অভিনয়ের জন্য পরপর তিন বছর সেরা পার্শ্ব অভিনেতা বিভাগে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার জেতেন।

২০২০ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউক্রেন কেলেঙ্কারির জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ইমপিচ করেছিল। কিন্তু এদিন সেনেট তাঁকে অব্যাহতি দেয়।

১৯৮৫ ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর জন্মদিন। পর্তুগিজ পেশাদার ফুটবলার। পাঁচবার বালোঁ দ্য ওঁর এবং চারবার ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু জিতেছেন। ১০০টি আন্তর্জাতিক গোল করা প্রথম ইউরোপীয় ফুটবলার।

পার্টির কর্মসূচি

বেলুড়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে জলের বোতল ও গোলাপ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন কাউন্সিলর পল্টু বণিক-সহ স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-৯২৪

■	১	২		৩		৪	■
৫	■		■		■	৬	৭
৮			■		■	■	
	■	■	■	৯			
১০			১১	■	■	■	
	■	■		■	১২		
১৩	১৪	■				■	
■	১৫						■

পাশাপাশি : ১. সামান্যরকম, সাধারণ ৬. কপালের দুই পাশ ৮. সমগ্র, সমস্ত ৯. রোজগার ১০. খারাপ অভ্যাস ১২. উত্তর ১৩. অবস্থা, হাল ১৫. বিবাহে আদান-প্রদানসংক্রান্ত অনুষ্ঠান।

উপর-নিচ : ২. গোলক, চক্র ৩. সেইরকমই ৪. পঙ্‌ক্তি, শ্রেণি ৫. (আল.) যে ব্যক্তি অন্যের সুখের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে কিন্তু নিজে ভোগ করতে পারে না ৭. সদ্যপাওয়া সংবাদ ১১. বায়ু ১২. উদর, পেট ১৪. পাতা সবজি।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৯২৩ : পাশাপাশি : ১. আধিপত্য ৩. ঘরনি ৫. মান ৬. ইঙ্গিত ৮. থর ১০. লাঘব ১১. গলদ ১৩. লক্ষ ১৫. খপোত ১৮. বল ১৯. শক্কর ২০. অবনতি। **উপরনিচ :** ১. আদিনাথ ২. পচাই ৩. ঘন ৪. নিত্য ৫. মাতলা ৭. ডবল ৯. রগড় ১২. দখল ১৪. ক্ষণদ্যুতি ১৬. তলব ১৭. কুশ ১৮. বর।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ অনুপম রায়

■ দেবলীনা

■ শ্রদ্ধা কাপুর

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়

● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087 • Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

৩
৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
সোমবার

5 February, 2024 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

কলেরা রুখতে দেশের মধ্যে কলকাতায় প্রথম শুরু হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। কেন্দ্রীয় সংস্থা নাইসেডের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শামিল স্বাস্থ্য দফতর

পরীক্ষার আগেই ম্যাজিক নম্বর নিয়ে সতর্কবার্তা সংসদের

উচ্চমাধ্যমিক

প্রতিবেদন : মাধ্যমিকের পর এবার উচ্চমাধ্যমিকের প্রশ্নপত্রেও বিশেষ কিউআর কোড থাকার কথা আগেই জানিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। কোডের পাশাপাশি থাকবে এক বিশেষ ইউনিক নম্বর। মূলত প্রশ্নপত্র ফাঁসের চক্রান্ত রুখতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে রবিবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে প্রত্যেকটি পরীক্ষাকেন্দ্রের ইনচার্জ, সেন্টার সেক্রেটারি, ভেন্যু সুপারভাইজার এবং পরিদর্শকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পরীক্ষার্থীদের এই গোটা বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য।

বিজ্ঞপ্তিতে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, পরীক্ষার শুরুর সময় পরীক্ষার্থীদের ওই সিরিয়াল নম্বর দেখে নিয়ে উত্তরপত্রে লিখতে হবে। পাশাপাশি পরীক্ষকদের উত্তরপত্র নেওয়ার সময় ভালভাবে প্রশ্নপত্রের সেই নম্বরের সঙ্গে খাতায় লেখা নম্বর মিলিয়ে দেখতে হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে তারপরেই পরীক্ষক ওই পরীক্ষার্থীর খাতায় সই করবেন। প্রত্যেক বছর প্রশ্নফাঁসের ঘটনা এড়াতে এবার এই ধরনের উন্নত প্রযুক্তির ব্যবস্থা করেছে শিক্ষা দফতর। এই প্রযুক্তির জেরেই মাধ্যমিকে পরপর দু'দিন যে প্রশ্নফাঁসের চক্রান্ত হয় তাকে সম্পূর্ণ রুখে দিতে পেরেছে পর্ষদ। কোন পরীক্ষার্থী কোন পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে প্রশ্নফাঁসের চক্রান্ত করেছিল তা সহজেই ধরে ফেলেছে পর্ষদ।

■ রবিবার আলিপুর বডিগার্ড লাইনে কলকাতা পুলিশের বার্ষিক ক্রীড়ার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, নগরপাল বিনীত গোয়েল ও অন্যান্যরা। — সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

■ রেড রোডে যুব তৃণমূলের ধরনা মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। রবিবার।

নরেন্দ্রপুরে ছাত্রের দেহ মিলল পুকুরে

প্রতিবেদন : রবিবার সকালে নরেন্দ্রপুরের ঢালিপাড়া এলাকার পুকুর থেকে উদ্ধার এক ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের দেহ। বৃহস্পতিবার থেকে নিখোঁজ ছিল ওই ছাত্র। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুরের মহামায়াতলায়। পরিবার সূত্রে খবর, নিখোঁজ ওই যুবককে একাধিক জায়গায় খুঁজেও কোনও লাভ হয়নি। বারুইপুরে একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দ্বিতীয় বর্ষে পড়তেন মৃত অপ্রতিম দাস। বৃহস্পতিবার রাতে একটি বিয়েবাড়ি থেকে বেরোনোর পর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। এরপর পরিবারের তরফে বহু খোঁজাখুঁজির পর অভিযোগ দায়ের করা হয় থানায়। রবিবার সকালে নরেন্দ্রপুরের ঢালিপাড়া এলাকার পুকুরে একটি দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় থানায়।

■ ধরনা মঞ্চে যুব তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রী সায়নী ঘোষ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

■ রবিবারের ধরনা মঞ্চে বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, ঋজু দত্ত, শান্তিরঞ্জন কুণ্ডু, সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা।

মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে জট খোলার আর্জি চাকরিপ্রার্থীদের, বামেদেরকে তোপ

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের নিয়োগের আর্জি জানালেন এসএলএসটির চাকরির প্রার্থীরা। সেই সঙ্গে চাইলেন মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ। বাম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্যের মামলার জেরে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন তাঁরা। তাঁদের সামনে একমাত্র আশার আলো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৭ ফেব্রুয়ারি আদালত সবুজ সঙ্কেত দিলে আন্দোলনরত ১২৮০ জন এসএলএসটি পরীক্ষার্থীই নিয়োগ পেয়ে যাবেন। এই আশাতেই রবিবার রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তর বাড়িতেও যান তাঁরা। তৃণমূল ভবনে গিয়ে বৈঠক করেন দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষের সঙ্গে। সেই বৈঠকেই তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে জট খোলার আর্জিও রাখেন।

নিয়োগের দাবিতে মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির নিচে অবস্থান করছেন এসএলএসটি-র শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার পরীক্ষার্থীরা। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করে সমস্যা বুঝে বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেছিলেন কুণাল। মুখ্যমন্ত্রী সবটা শুনে আন্দোলনকারীদের স্বার্থে দেড় হাজার শূন্যপদ তৈরি করে চাকরি দেওয়ার উদ্যোগ দেন। কিন্তু সিপিএম নেতা বিকাশ ভট্টাচার্য মামলা করে গোটা প্রক্রিয়াকে থমকে দেন বলে অভিযোগ। অভিযোগ, প্যানেলে নাম নেই এমন কয়েকজন পরীক্ষার্থীর হয়ে মামলা লড়ছেন বিকাশ। এমনকী মামলাকারী কয়েকজন পরীক্ষায় বসেনি বলেও অভিযোগ। এই মামলার জেরেই জটিল হয়ে ওঠে ১২৮০ জনের নিয়োগ। এদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আদালত স্থগিতাদেশ দেয়। ফের অন্ধকার নেমে আসে আন্দোলনকারীদের জীবনে। তাঁদের বক্তব্য, তাঁদের সমস্যা বুঝে মুখ্যমন্ত্রী শূন্যপদ তৈরি করে নিয়োগের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু বিকাশ ভট্টাচার্য গোটা প্রক্রিয়া বানচাল করতে মামলা সাজিয়েছেন। ওই মামলারই শুনানি ৭ ফেব্রুয়ারি। হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের বক্তব্য জানতে চেয়েছে। এই ১২৮০ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সিবিআইয়ের কোনও মামলা জুড়ে নেই, সেই মর্মে অ্যাডভোকেট জেনারেলকে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে। এজি-র বক্তব্যে যাতে নিয়োগ-জট খুলে যায় সেই আশাতেই রাতে তাঁর বাড়ি যান পরীক্ষার্থীরা। রবিবার দুপুরে পরীক্ষার্থীরা তৃণমূল ভবনে এসে কুণাল ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর সরকারের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করে আন্দোলনকারীরা জানান, কুণাল ঘোষকে অনেক ধন্যবাদ তিনি সবটা শুনে জট খোলার উদ্যোগ নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ, তিনি শূন্যপদ তৈরি করে নিয়োগের ব্যবস্থা করেছেন। এখন বাকিটা বিচারপতিদের হাতে।

■ বাংলার বঞ্চনা মানছি না। এই দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে যুব তৃণমূল কর্মীরা।

■ রেড রোডে বঞ্চনার বিরুদ্ধে ধরনাস্থলে উপচে পড়া ভিড়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ললাটলিখন

একটা সরকার যখন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন সে নির্ভরশীল হয়ে উড়ে রাষ্ট্রীয় নানা যন্ত্রের উপর। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য এটাই তখন একমাত্র উপায়। যতবার সরকার বাধা পায় ততবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োগ করে। এভাবে সাময়িকভাবে হয়তো জেতা যায় কিন্তু পতনের পত্রাঘাত আগাম লেখা হয়ে যায়। বিজেপি সরকার ভবিষ্যতের ললাটলিখন পড়তে পারছে না অথবা ইতিহাস থেকে কোনও শিক্ষাই গ্রহণ করেনি। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার সময় সরকারের স্লোগান ছিল, বছরে ২ কোটি চাকরি, বিদেশে জমে থাকা কালো টাকা ফিরিয়ে আনা, পেট্রোল-ডিজেল-রান্নার গ্যাস সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমবে। কিন্তু ক্ষমতায় এসে শুরু হয়ে গেল উল্টো কাজ। ফলে বিরোধিতা বাড়তে শুরু করল। বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতে বিরোধী রাজ্যগুলির বকেয়া বন্ধ হল। বিরোধী নেতাদের কোণঠাসা করতে সিবিআই-ইডি আর আয়করের হানা শুরু হল। বিরোধী সরকার দখল করার জন্য বিধায়ক কেনাবেচা করে সরকার গড়া শুরু হল। তাতে ব্যর্থ হলে মুখ্যমন্ত্রীদের নামে কালি লাগিয়ে জেলে পাঠানো হচ্ছে। একজনকে জেলে পুরে অন্যজনকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এটাই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োগ। এটাই হচ্ছে স্বৈরাচারীদের চরিত্র। কিন্তু ইতিহাস কী বলে? ইতিহাস স্পষ্ট ভাষায় বলছে, এমন স্বৈরাচারীরা বড়ই ক্ষণস্থায়ী। মানুষই এদের শেষ ললাটলিখন লেখেন। মোদি-শাহের সরকারের ভবিষ্যতের ললাটলিখনও মানুষ লিখে ফেলেছেন। শুধু সময়ের অপেক্ষা। পতন অবশ্যম্ভাবী। মানুষ তৈরি।

কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী নয় বাংলা

'মাস্টারস্ট্রোক'! হকের টাকা বন্ধ করে দিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যখন বাংলাকে 'ভাতে মারার চেষ্টা' করছে, তখন বিকল্প রাস্তায় হেঁটে পশ্চিমবঙ্গের খেটে-খাওয়া প্রান্তিক মানুষের জন্য 'খুশির খবর' বয়ে আনলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী না থেকে ১০০ দিনের কাজ করা বাংলার ২১ লক্ষ শ্রমিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রান্তিক মানুষের জন্য 'খুশির খবর' বয়ে আনলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী না থেকে শনিবার রেড রোডের ধরনা মঞ্চে জননেত্রী দৃপ্ত ঘোষণা— ১০০ দিনের কাজ করা বাংলার ২১ লক্ষ শ্রমিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রাপ্য টাকা ২১ ফেব্রুয়ারি পৌঁছে দেবে মা মাটি মানুষের সরকার। তাঁর আর একটি ঘোষণা, প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১০০ দিনের শ্রমিকদের বেতন অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে। এরপর আবাস যোজনার কথাও সঠিক সময়ে বলা হবে। ৮ তারিখ রাজ্য বাজেট। জননেত্রী বলছেন, 'বিশ্বাস রাখবেন, ভরসা রাখবেন, আস্তে আস্তে সব করে দেব। আমরা ভিক্ষা চাই না। জয় করতে চাই। কথা দিলে কথা রাখি। বিজেপি নেতারা অট্টালিকায় থাকবে আর গরিব মানুষের মাথার ছাদ কেড়ে নেবে, এটা হতে পারে না।' প্রসঙ্গত, আবাস প্লাস যোজনায় নাম নথিভুক্ত থাকলেও বাড়ি পাননি ১১ লক্ষ বাংলার মানুষ। হয়তো বাজেটেই এই প্রকল্পের প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর জন্য প্রয়োজন পড়বে ৬৬০০ কোটিরও বেশি টাকা। ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রের কাছে ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকার বেশি প্রাপ্য মা-মাটি-মানুষের সরকারের। বেশ কয়েকবার দিল্লিতে দরবার পর্যন্ত করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনবার সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে। এমনকী কেন্দ্রের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকও হয়েছে রাজ্য প্রশাসনের কর্তাদের। ১৫৬টি কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল বাংলায় ঘুরে গিয়েছে। এতসবের পরেও প্রাপ্য মেটাতে কোনও সদর্থক প্রচেষ্টা না হওয়ায় 'ত্রাতা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন খোদ মমতাই। কেন্দ্রের কাছে ১০০ দিনের কাজের মজুরি বাবদ বকেয়া ৩৭৩২ কোটি টাকা। মজুরি ছাড়া উপাদান বাবদ বকেয়া ৩১৮১ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট বকেয়ার পরিমাণ ৬৯১৩ কোটি। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি ১০০ দিনের কাজের মজুরি বাবদ প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা পরিশোধ করবে রাজ্য সরকার। আমরা খুশি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ।

— অদিতি দাস, সল্ট লেক, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

রামচন্দ্রই ভারতে একমাত্র আরাধ্য নন

রামের নামকে ঢাল করে বিজেপি এক সর্বগ্রাসী রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিসর রচনার চেষ্টা করছে। সেই প্রয়াসের যৌক্তিকতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছেন সাংসদ **জহর সরকার**

২০২০-র জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে তাঁর ঘনিষ্ঠ আমলাদের অন্যতম নৃপেন্দ্র মিশ্রকে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনের জন্য পাঠিয়েছিলেন, তখনই বোঝা গিয়েছিল রাম মন্দির নরেন্দ্র মোদির কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ২০১৯-এর নভেম্বর মাসে সুপ্রিম কোর্ট যখন ১০৪৫ পৃষ্ঠার রায় প্রদান করেছিল তখনই অনুমিত হয়েছিল, স্পষ্ট ভাবেই বোঝা গিয়েছিল, জয়ী পক্ষ বাবরি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে অবিলম্বে নয়া ইতিহাস লেখার কাজ শুরু করবে, কারণ বিজয়ীরা তেমনটাই করে থাকে। যাই-ই হয়ে থাক না কেন 'মন্দির ওহি বনায়েঙ্গে'র সংকল্প ছিল যে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর, তাঁদের কাছে পুরো বিষয়টা ছিল স্বপ্ন পূরণের মতো।

অর্থের জোগান, পরিকল্পনা, স্থাপত্যের নকশা, কোনও কিছুরই ঘাটতি ছিল না, কিন্তু সময় আর বাস্তবায়ন, এই দুটো বিষয়ই হল আসল কথা। পিছনে ফিরে তাকালে এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বিরাট উদ্যোগ উদ্যম প্রয়াস ছাড়া সাধারণ নির্বাচনের আগে ২০২৪-এর গোড়াতেই এই দৃষ্টিনন্দন সুবিশাল মন্দির নির্মাণকর্ম সম্পূর্ণ করাটা সম্ভবপর ছিল না।

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ হয়েছে। ২০২০-র অগাস্ট মাসেই প্রধানমন্ত্রী মোদিজি ভূমিপূজন বা ভিত পুজো সারতে পেরেছেন। এরপর ২২ জানুয়ারি, ২০২৪-এ রুদ্ধশ্বাস এক ঐতিহাসিক ঘটনা নিশ্চিত করার জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উপেক্ষা অবজ্ঞা করা যেতেই পারে। সেটাই যথোপযুক্ত কাজ।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রেস ব্যুরো বলছে, উপেক্ষিত অবহেলিত ধুলোবালিতে ভর্তি ছোট শহর অযোধ্যা একবিংশ শতাব্দীর তীর্থ কেন্দ্রে রূপান্তরিত হচ্ছে। ধর্মীয় মন্দিরের বিষয়ে প্রচার করাটা সরকারি তথ্য দফতর (পিআইবি)-এর কাজ কিনা সেটা নিঃসংশয়ে বলা যাচ্ছে না, তবে লক্ষণীয়ভাবে পিআইবি রিপোর্টের তিন চতুর্থাংশ জুড়ে রয়েছে ডিজিটাল পেমেন্টের গুণকীর্তন। ইতিহাস বলছে এবং সর্বক্ষেত্রে এটাই হয় যে তীর্থযাত্রায় ঈশ্বর এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় এবং এটাও সংশয়াতীত সত্য যে অযোধ্যা নামক সৌভাগ্যবান শহরটির পরিকাঠামো ও অর্থনীতি, দুটোরই উন্নতি ঘটবে।

তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এসবের সৌজন্যে ভাটিকান বা মক্কার মতো অযোধ্যাও হিন্দু বিশ্বাসের সর্বপ্রধান কেন্দ্রের মর্যাদা গৌরব অর্জনে সমর্থ হবে। সামান্য চেষ্টা করলে প্রাচীনত্বের দিক থেকে অযোধ্যা জেরুজালেমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে সমর্থ হবে। আব্রাহামীয় ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে দুটি ক্ষেত্রে আমাদের সনাতন ধর্মের পার্থক্য ছিল। তাঁদের মতো সনাতন ধর্মের একটিমাত্র ধর্মগ্রন্থ বলে এতদিন কিছু ছিল না এবং তাঁদের মতো হিন্দু ধর্মবিশ্বাসীদের একামেবদ্বিতীয়ম ধর্মগ্রন্থ বলে কিছু ছিল না। এখন এই দুটি ক্ষেত্রেই শূন্যস্থান পূরণ হওয়ার পথে। হয়তো অযোধ্যাকে তাবৎ হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কাছে একমাত্র পীঠস্থান বা ধর্মবিশ্বাসের ভরকেন্দ্র হিসাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে দশকের পর দশক, শতাব্দীর পর শতাব্দী লেগে যাবে। কিন্তু প্রবল প্রচেষ্টার শুরুটা এই জমানাতেই হয়ে গেল। এখন প্রশ্ন হল, এই প্রবল প্রয়াস কি কোনওভাবে সেই 'শাশ্বত ধর্ম'কে আরও শক্তিশালী করতে সমর্থ হবে, যে ধর্ম বিকেন্দ্রীভূত এবং ইচ্ছাকৃতভাবে দ্বৈতবাদী ভাবনাশ্রয়ী, আর সেই কারণে পুরোপুরি স্পষ্ট নয়, কিঞ্চিৎ রহস্যাবৃত? এই ধর্ম ভারতের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে পড়ে সকল আঞ্চলিক ও কৌম গোষ্ঠীকে আপন পরিসরে জায়গা করে দিয়েছে। চারধাম ভারতের চার কোণে চারটি মঠ বিবিধের মধ্যে মিলনের বার্তাবাহী। এই ভাবধারাতেই চারিদিকে হাজার হাজার তীর্থস্থান গড়ে উঠেছে। আমাদের দ্বাদশ জ্যোতির্ধামে পূজিত হন শিব, বিষ্ণু পূজিত হন চতুর্ধামে।

৫২টি শক্তিপীঠ দেবীশক্তির জন্য উৎসর্গীকৃত— অসমের কামাখ্যা থেকে বালুচিস্তানের হিংলাজে, কাশ্মীরের সারদা থেকে দাক্ষিণাত্যের কন্যাকুমারী পর্যন্ত সর্বত্র মাতৃশক্তি পূজিত।

ভারতের ঐক্যসাধন প্রকল্পে রামায়ণ ও মহাভারতের বিরাট আবদান অনস্বীকার্য। মহাকাব্যদ্বয়ের মুখ্য চরিত্রদের চোদ্দো বছরের বনবাস যাপন পর্ব মহাকাব্যের কবিদের ভারতের কোণায় কোণায় সংগুপ্ত। অগণিত আপাতভাবে গুরুত্বহীন স্থানকে ধর্মীয় মিথের মানচিত্রে টেনে আনতে সহায়তা করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় হনুমানের জন্মস্থানের কথা। তিনটি জায়গা আছে যারা বজরঙ্গবলীর জন্মস্থান বলে দাবি করে। সেই দুটি স্থানে দূরত্ব অনেকটাই। ফলশ্রুতি এই যে, তিনটি স্থানই ধর্মীয় বিশ্বাসে তীর্থস্থানের মর্যাদা অর্জন করেছে এবং পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে। তিনটি জায়গাই সন্তুষ্ট। ধর্ম বিশ্বাসের সুবাদে এরকম মান্যতাপ্রাপ্তির কারণে ভৌগোলিকভাবে বৈচিত্রময় স্থানগুলিও পরস্পরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছে। ঐক্যবদ্ধ ভারত নির্মাণে শরিক হয়েছে। এভাবেই ভারতে ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের আগমনের পূর্বে বৈচিত্রময় হলেও ভারত এক ছাতার নিচেই ছিল। সেমেটিক ধর্মমতগুলির কড়াকড়ি, বিধিতে আবদ্ধ আবহ দেশে বিরাজমান হিন্দু বিশ্বাসের ওপর বিরাট আঘাত, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অভিশাপ বলে মনে হয়েছিল। এজন্যই হিন্দুরা অবিকৃতরূপে সেমেটিক ধর্মবিশ্বাসে সাদরে বরণ করে নিতে পারেনি।

আর একটা বিষয় হল রামের গ্রহণযোগ্যতা। রামচন্দ্র নিঃসন্দেহে সমগ্র দেশের সকল হিন্দুর কাছে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং তৎসংলগ্ন অববাহিকায় তিনি দেশের অপরাপর অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ও বরণীয়। নবরাত্রি এবং রামনবমীর কথাই ধরা যাক। শরৎকাল ও বসন্তকালে নির্দিষ্ট ওই ন'টি দিন সকলের কাছেই পবিত্র। কিন্তু হিন্দি বলয়ে ও তৎসংলগ্ন এই ধর্মপ্রাণতার ভরকেন্দ্রে শ্রীরামের অবস্থান। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে কিন্তু তা নয়। ওই সব অঞ্চলে বিবিধ দেবদেবী এই ধর্মপালনের ভরকেন্দ্রে অবস্থান করেন। বাংলা এবং পূর্ব ভারতে এ-সময় রামের নামে উপবাস পালনের প্রথা নেই, দুর্গাপুজোয় মাছ-মাংস গ্রহণেও বাধা নেই। অন্ধ্র ও মহীশূরে রাম কিংবা দুর্গা পূজিত হন না, পালিত হয় পাণ্ডবদের বিজয় উৎসব। তামিলরা রামের পুজো করেন না, তাঁরা পুজো করেন তিনজন দেবীর— লক্ষ্মী, পার্বতী ও সরস্বতীর। পাঞ্জাবেও দেবীপূজনের প্রথা বর্তমান। গোয়া ও মহারাষ্ট্রের মানুষজন পুজো করে ঘটের, যে ঘট বা কল উর্বরতার প্রতীক। আবার গুজরাতে এসময় পালিত হয় গরবা ও ডান্ডিয়া রাসের উৎসব।

অযোধ্যাতে রামনবমী বসন্তকালে বিরাট আকারে পালিত হয়। বিহারের সীতামারহীতেও তাই। তেলেঙ্গানার ভদ্রাচালম তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমেও তাই। কিন্তু যদি বলি রামকেন্দ্রিক উৎসবের একটা সর্বভারতীয় চরিত্র আছে, তবে তা অতিরঞ্জন হয়ে যাবে। বাংলায় অনেক রামভক্ত রামনবমীর সময় হাতে খোলা তরোয়াল নিয়ে রামের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে মোটর সাইকেলে চেপে শোভাযাত্রা বের করেন। কিন্তু লোকে তাতে ভয় পেয়ে অন্য পক্ষকে ভোট দেয়। এটা বুঝতে হবে যে রাম যেখানে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের জায়গায় জায়গায় অবিসংবাদী দেবতা, সেখানে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক স্থানিক দেবতা আরাধ্য। হিন্দু ধর্মের শক্তি বৈচিত্রের মধ্যেই নিহিত, এই বৈচিত্রই ভারতের ভিত্তি।

হিন্দু ধর্ম সন্দেহাতীতভাবে এখন কঠোরতর অবস্থা গ্রহণ করছে। ধর্মবিরোধিতার মতো অশ্রুতপূর্ব ধ্যানধারণাও এখন সিংহদ্বার দিয়ে না হোক খিড়কির দরজা দিয়ে হিন্দু ধর্মের উঠোনে চলে এসেছে। হয়তো ভারতের কেন্দ্রস্থলে বিরাট সংখ্যক জনতা এই কাঠিন্য ধর্মের অনুগামী হয়ে উঠেছেন। তবু হিন্দু ধর্মের ব্যাপকতার মধ্যে বহুকাল ধরে বিরাজিত অসমসত্বতা দূরীকরণের প্রয়াস শুধু অবিবেচকসুলভ কাজ নয়, মারাত্মক ও বিপজ্জনকও বটে। স্বল্পকালীন রাজনৈতিক সুবিধার জন্য একটা সভ্যতার শতাব্দীপ্রাচীন সার্বজনিক চারিত্র ধ্বংস করাটা সঙ্গত হচ্ছে কি না, এটাই এখন অর্বুদ টাকার প্রশ্ন।

সোমবার মাধ্যমিকের তৃতীয় দিন। আজ ইতিহাস পরীক্ষা। আগেই হয়ে গিয়েছে প্রথম ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষা

বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভায় তৃণমূলের কর্মিসম্মেলনে অরূপ-শশী-বিমান

বিজেপিকে সমূলে বিনাশ করার ডাক

সংবাদদাতা, বারুইপুর : ধর্মের নামে বিভাজনের রাজনীতি করেই যাদের দিন গুজরান হয়, সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে রক্তের হোলি খেলেই যাদের ক্ষমতায় আসতে হয়, সেই বিজেপির বাংলায় কোনও ঠাঁই নেই। ২০২১-এর নির্বাচন ও তার পরবর্তী অধ্যায়ে বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করে তা বুঝিয়ে দিয়েছে বাংলার মানুষ। তাই বাংলায় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে উঠে পড়ে লেগেছে কেন্দ্রের সরকার। সেই সরকারকে সমূলে বিনাশ করার ডাক দিল তৃণমূল।

রবিবার বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে রাজনৈতিক কর্মিসম্মেলনে মন্ত্রী শশী পাঁজা, অরূপ বিশ্বাস-সহ তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা একযোগে গর্জে উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী প্রমুখ। মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই। বিজেপির ঘৃণার রাজনীতিকে উড়িয়ে দিয়ে বাংলার মানুষ বেছে নিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রায় ৭৯টি সামাজিক প্রকল্প চালু হয়েছে। যা বিপ্লব ঘটিয়েছে বাংলার জনজীবনে। বিজেপি বাংলার মানুষের জন্য কিছুই করেনি। বরং বাংলার ন্যায্য পাওনা আটকে দিয়ে বাংলাকে ভাতে মারতে চেয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন।

মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, বাংলার বুকে সাম্যবাদকে প্রকৃত মর্যাদা দিয়েছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সমাজকল্যাণ প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে আর্থিক বিকাশ ঘটিয়েছেন আমজনতার। আর্থিক এবং শিক্ষাক্ষেত্রে যাঁরা পিছিয়ে রয়েছেন, বাম জমানায় বঞ্চনা, নিপীড়ন এবং শোষণের শিকার হয়েছেন, তাঁদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে তাঁদের স্বনির্ভরতা অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছেন। এই ভাবেই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমতা এনে একটা মডেল তৈরি করে দিয়েছেন তিনি।

■ রবিবার বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে রাজনৈতিক কর্মিসম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দ।

পরীক্ষার্থীদের উত্ত্যক্ত করার অভিযোগে অস্ত্র সহ গ্রেফতার ৩

সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা : পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে ছাত্রীদের কটূক্তির অভিযোগে অস্ত্র-সহ ৩ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ।

ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের স্যান্ডেলের বিল এসটিএস মদনমোহন বিদ্যাপীঠের সামনে।

■ আদালতের পথে ধৃতেরা।

অভিযোগ, শনিবার পরীক্ষার্থীরা ঢোকার সময় সেন্টারের বাইরে দাঁড়িয়ে ওই তিন দুষ্কৃতী মোটরবাইকে করে এসে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ কটূক্তি করে পরীক্ষার্থীদের। ছাত্রীদের অভিযোগ, অভিযুক্তরা তাদের মোবাইল নম্বর চাইছিল। কিন্তু তারা নম্বর দিতে অস্বীকার করায় আগ্নেয়াস্ত্র বের করে তাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছিল দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়ে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। ধৃতদের কাছ থেকে এক রাউন্ড গুলি, একটি পিস্তল, ভোজালি, লোহার রড-সহ একাধিক সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে বসিরহাট পুলিশ জেলার বিভিন্ন থানায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে। ৩৯৯ ধারায় মামলা রুজু করে রবিবার তাদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ওই ছাত্রীদের আগে থেকেই চিনত অভিযুক্তরা। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বারাসতে সচেতনতা যাত্রা উদ্বোধনে রথীন ঘোষ

সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা : বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে সচেতনতা যাত্রার আয়োজন করেছিল অল ইন্ডিয়া ভলান্টিয়ারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন। রবিবার বারাসত শতদল মাঠ থেকে এই সচেতনতা যাত্রার শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাসতের পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়, ব্লক সভাপতি হালিমা বিবি-সহ অন্যরা। থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়তে ও রক্তদানে মানুষকে উৎসাহিত করতে প্রায় ১০০টি বাইক বারাসত থেকে ডুয়ার্স পর্যন্ত সচেতনতা যাত্রা করবে।

ঢুকছে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা, বৃষ্টির আশঙ্কা

প্রতিবেদন : নতুন করে রাজ্যে ঢুকছে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা। এর ফলে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা বাংলায়। আজ উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জলপাইগুড়ি কোচবিহার মালদহ এবং দুই দিনাজপুরে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও দক্ষিণের বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদিয়া এবং উত্তর ২৪ পরগনায় হালকা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। দুই মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বৃষ্টি হতে পারে আগামী কাল। তবে কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলেও মেঘলা আবহাওয়া থাকবে। হাওয়া অফিস আগেই জানিয়েছিল, পশ্চিমি ঝঞ্ঝা সরে গেলেই আকাশ পরিষ্কার হবে বলে জানিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে রাতের দিকে নামবে তাপমাত্রা। সেই মতোই দিনের বেলা রোদের কারণে গরম বাড়লেও রাতের দিকে বজায় থাকছে ঠান্ডা।

উত্তরের রাজ্যগুলিতে পারদ নামবে ৪ ডিগ্রি। পঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল, চণ্ডীগড়, উত্তর রাজস্থান, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিমে পারদ ৯ থেকে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রয়েছে। ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দিল্লিতে পরিষ্কার আকাশের সঙ্গে মাঝারি কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আজ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, রাজস্থানে বৃষ্টি হবে। এই রাজ্যগুলিতে রয়েছে শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাসও।

স্টেশন থেকে উদ্ধার জখম বৃদ্ধ

সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা : রক্তাক্ত বৃদ্ধকে উদ্ধার হাসপাতালে ভর্তি করল গোপালনগর পুলিশ। শনিবার রাত্রে ঘটনাটি ঘটে উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, আহত স্বপন বৈদ্যর গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। বর্তমানে তিনি বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি। ওই বৃদ্ধের গোপালনগর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় চায়ের ও সাইকেলের দোকান রয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

রেলে চাকরির টোপ দিয়ে বিপুল টাকা হাতিয়ে ধৃত ১

সংবাদদাতা, হুগলি : রেলে চাকরি দেওয়ার নাম করে ১০ লক্ষ টাকার প্রতারণা। গ্রেফতার অভিযুক্ত। ধৃতের নাম নিশিকান্ত জানা। শনিবার রাতে তাঁকে হাওড়ার নিশ্চিন্দা থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে ধনিয়াখালি থানার পুলিশ। ধনিয়াখালি থানার দশঘড়ার বাসিন্দা জাকির হোসেনের থেকে নিশিকান্ত জানা ও সোমা জানা রেলে চাকরি দেওয়ার নামে কয়েক দফায় ১০ লক্ষ টাকা নেয়। কিন্তু, কয়েক মাস কেটে গেলেও চাকরি না পাওয়ায় ওই দম্পতিকে চাপ দিতে থাকেন জাকির হোসেন। এরপরেই টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য দুটি চেক দেয় নিশিকান্ত। কিন্তু দুটি চেকই বাউন্স করে। এরপর ২০২৩-এর জুলাই মাসে ধনিয়াখালি থানায় অভিযোগ করেন প্রতারিত। এরপরেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ দায়ের করে তদন্ত শুরু ধনিয়াখালি থানার পুলিশ।

বছরে ১ লক্ষ কোটি নিয়েও বাংলাকে বঞ্চনা

প্রতিবেদন : আরামবাগের কালীপুর মাঠে আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রশাসনিক সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেত্রীর আসন্ন সেই সভা ঘিরে জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি। রবিবার সকালে প্রস্তুতি পর্ব পরিদর্শন করেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। ছিলেন জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক অরিন্দম গুইন, জেলাশাসক মুক্তা আর্য, তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দ্র সিংহ রায়, প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, আরামবাগ পুরসভার পুরপ্রধান সমীর ভাণ্ডারি, প্রাক্তন পুরপ্রধান স্বপন নন্দী-সহ শীর্ষ পুলিশকর্তারা। এলাকা ঘুরে দেখে কীভাবে সুষ্ঠুভাবে সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে, সে-বিষয়ে আলোচনা করেন তাঁরা।

■ সভাস্থল ঘুরে দেখছেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানান, রাজ্য থেকে বছরে প্রায় ১ লক্ষ কোটি সাধারণ মানুষের করের টাকা নিয়ে বাংলার মানুষকে সবদিক দিয়ে বঞ্চিত করছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে, মাথার ছাদ কেড়ে নিচ্ছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ২১ লক্ষ মানুষকে তাঁদের ১০০ দিনের হকের টাকা মিটিয়ে দিচ্ছেন। মানুষ কিন্তু সব দেখছে। আগামী নির্বাচনে বাংলা-সহ দেশের মানুষ নরেন্দ্র মোদির সরকারকে বিদায় জানাবে।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

যুব তৃণমূলের ধরনা মঞ্চে ডাঃ শান্তনু সেন

২১ লক্ষ শ্রমিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রাপ্য টাকা পৌঁছে দিতে

বাজেটেই থাকছে টাকার সংস্থান

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণামতো ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকদের মজুরির জোগান দিতে আসন্ন রাজ্য বাজেটেই অর্থের সংস্থান করছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি আবাস প্রকল্পের বঞ্চিতদের মাথার ছাদের ব্যবস্থা করারও সংস্থান থাকছে বাজেটে।

কেন্দ্রের থেকে বাংলার প্রাপ্য ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। তার মধ্যে যেমন ১০০ দিনের মজুরির টাকা আছে তেমনি আছে আবাস যোজনার টাকাও। আছে ১০০ দিনের কাজের উপাদান বাবদ বকেয়া, তেমনই আছে প্রধানমন্ত্রী গ্রামসড়ক যোজনার টাকাও। বাকি আছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের টাকা। বকেয়ার তালিকায় আছে মিড ডে মিলের টাকাও। এই সব টাকা চেয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার দাবি চিঠি দিয়েছেন কেন্দ্র ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। এমনকী দিল্লিতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে এই নিয়ে বৈঠকও করেছেন মমতা। কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি। বাংলার মানুষ তাঁদের হকের টাকা

পাননি। এই অবস্থায় গতকালই কলকাতার রেড রোডের ধরনা মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে দিয়েছেন, ১০০ দিনের কাজ করা বাংলার ২১ লক্ষ শ্রমিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রাপ্য টাকা ২১ ফেব্রুয়ারি পৌঁছে দেবে রাজ্য সরকার। সেই সূত্রেই জানা গিয়েছে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বিধানসভায় ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের যে বাজেট পেশ হতে চলেছে। সেখানেই এই ১০০ দিনের কাজের মজুরি বাবদ টাকার সংস্থান থাকছে।

১০০ দিনের কাজের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের থেকে বাংলার বকেয়ার পরিমাণ প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে মজুরি বাবদ বকেয়ার পরিমাণ ৩৭৩২ কোটি টাকা। আর উপাদান বাবদ বকেয়া ৩১৮১ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট বকেয়ার পরিমাণ ৬৯১৩ কোটি। উপাদানের টাকা ঢোকার কথা গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। মুখ্যমন্ত্রী শুধুমাত্র মজুরির টাকা মজুরদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠাবার কথা বলেছেন। সেই টাকা রাজ্য বাজেটের মধ্যে থাকছে। ২১ লক্ষ মজদুর ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই সেই টাকা তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেয়ে যাবেন। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি এখনই উপাদানের টাকা পাবে না। আবার আবাস যোজনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত থাকলেও বাড়ি পাননি ১১ লক্ষ বাংলার মানুষ। তাঁদের ক্ষেত্রে বকেয়ার মোট পরিমাণ ৬৬০০ কোটিরও বেশি। এই টাকাও রাজ্যের তরফে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে এক দফাতেই তা দেওয়া হবে না। কয়েক কিস্তিতে তা মেটানো হবে। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারির রাজ্য বাজেটেই প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হবে।

সব বঞ্চনার জবাব

(প্রথম পাতার পর)

আর কংগ্রেসের কথা যত কম বলা হয় ততই ভাল। কারণ অত্যাচারী সিপিএমের লেজুড় হয়েছে। কুণাল যুবদের দলের জন্মলগ্নের ইতিহাস মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, যাঁরা দলে এসেছেন তাঁদেরকে এটুকু মনে রাখতে হবে, সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন বলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করেছেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, আমরা আমাদের সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করি। কিন্তু রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেন ভুলে না যাই। বাংলার উত্তর থেকে দক্ষিণ যত রেল প্রকল্প হয়েছে, সব দিয়েছেন তিনি। তাঁর সংযোজন বাংলায় এখন চাকরি নিয়ে সিপিএম একতরফা সমালোচনা-কুৎসা করছে। কিন্তু ওদেরকে মনে করিয়ে দিতে হবে আটের দশকে ওদের নেতা জ্যোতিবাবুদের সিদ্ধান্তের কারণেই বাংলা পিছিয়ে পড়েছিল। এরাই বাংলায় কম্পিউটার ঢুকতে দেয়নি। পরে সেক্টর ফাইভ হয়েছে। বাকি যেটুকু কাজ করেছেন সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিপিএম এতটাই ঘৃণ্য একটি দল যে এরা শুধুমাত্র রাজনীতি করতে গিয়ে এসএলএসটি প্রার্থীদের হয়ে যাওয়া চাকরি আটকাতে বিকাশ ভট্টাচার্য একজন ফেল করা প্রার্থীকে দিয়ে কোর্টে মামলা করিয়েছে। অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, তোপ কুণালের। ফলে এখনকার নতুন সিপিএম নেতা-নেত্রীদের তাদের দলের অতীত ইতিহাস অর্থাৎ সাঁইবাড়ি থেকে কেশপুর, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, বিজন সেতুতে সন্ন্যাসীদের হত্যা, নেতাই গণহত্যা-সহ খুন-ধর্ষণের অতীত ইতিহাসটা মনে করিয়ে দিতে হবে। সেই সঙ্গে এমনভাবে নির্বাচনের লড়াই করতে হবে যাতে কেন্দ্রের যে বিকল্প সরকার হবে তার নিয়ন্ত্রক হবেন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিটি বুথেই ১০০-য় ১০০ করতে হবে। এদিনের ধরনা মঞ্চে সায়নী ঘোষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, জয়প্রকাশ মজুমদার, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ইন্দ্রনীল সেন, দেবাশিস কুমার, মানস ভুঁইয়া, ডাঃ শান্তনু সেন, কাকলি সেন, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রকাশ গিরি, শান্তি কুণ্ডু, ঋজু দত্ত, সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বাংলার প্রতিটি জেলার তৃণমূল জেলা সভাপতিরা। মঞ্চ সঞ্চালনা করেন প্রিয়দর্শিনী।

বিস্ফোরণে খুলে গেল গেরুয়া মুখোশ

(প্রথম পাতার পর)

বাকি দিল্লির কোনও কাজ বন্ধ হতে দেওয়া হবে না। সাফ কথা কেজরিওয়ালের। এই ঘটনায় জল্পনা গোটা দেশের রাজনৈতিক মহলে।

লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে বিরোধী শাসিত রাজ্য এবং বিরোধী নেতৃত্বের উপর কেন্দ্রীয় এজেন্সির আক্রমণ তত জোরদার হচ্ছে। ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব ও তাঁর পরিবারকে কেন্দ্রীয় এজেন্সি ক্রমাগত হেনস্থা করছে বলে অভিযোগ আরজেডি'র। বাংলাতেও একইভাবে নিজেদের তৎপরতা বজায় রেখেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি।

এই আবহে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এই মন্তব্যে বিজেপির কুৎসিত মুখোশ ও দাঁত নখ আরও একবার প্রকাশ্যে চলে এল। কেজরিওয়ালের পরে আপ সরকারের আরেক মন্ত্রী দিল্লির শিক্ষামন্ত্রী আতিশীর বাড়িতেও গিয়েছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

এরইমধ্যে রবিবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল রোহিণীতে একটি স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে দাবি করেন, তাঁকে বিজেপিতে যোগ দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। বিজেপিকে নিশানা করে তিনি বলেন, এদিকে ক্রমাগত আম আদমি পার্টির নেতাদের নোটিশ দেওয়া প্রসঙ্গে আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা বলেছেন, আমি বারবার এতে আপত্তি জানিয়ে আসছি। এটা শুধুমাত্র ইডির কাজ নয়। এ সবই নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহের দ্বারা করানো হচ্ছে। এই মুহূর্তে এমন একটি রাজ্যে নেই যেখানে শক্তিশালী বিরোধী দল ইডি, সিবিআই বা আইটি দ্বারা আক্রান্ত হয়নি, যেখানে বিজেপি দুর্বল, সেখানে ইডি শক্তিশালী এবং সেখানে বিজেপির পক্ষে কাজ করতে ব্যবহৃত হয়।

আজ দিল্লির পথে মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

কমিটির চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ৬ ফেব্রুয়ারি বিকেলেই আবার কলকাতায় ফিরে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী, এমনটাই খবর। এক দেশ-এক নির্বাচন নীতি কীভাবে বাস্তবায়িত করা যাবে তার উপায় সন্ধানে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে একটি কমিটি গড়ে দিয়েছে মোদি সরকার। কোবিন্দের নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের ওই কমিটির সচিব নীতেন চন্দ্রকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন আগেই চিঠি লিখে প্রশ্ন তুলেছেন, 'এক দেশ' বলতে কী বোঝানো হচ্ছে। সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক কিংবা ঐতিহাসিক পটভূমিতে এক দেশের অর্থ আমরা বুঝি। কিন্তু ভারতের সংবিধানের শর্ত অনুযায়ী এক দেশের অর্থ তাঁর কাছে বোধগম্য নয়। চারপাতার ওই চিঠিতে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, ভারতের সংবিধানে কি এর কথা বলা হয়েছে। যেহেতু ভারতের সংবিধানে এই ধরনের কোনও কথা বলা হয়নি তাই, এই বিষয়টিকে এড়িয়ে গিয়ে এক দেশ এক নির্বাচনের কথা ভাবাই যায় না। লিখিত আপত্তির পর এবার সবিস্তারে সেই বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করতেই দিল্লি আসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে গত ডিসেম্বরে দিল্লি এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তখন তিনি একদিকে যেমন বাংলার বকেয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন অন্যদিকে তেমনি ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকেও যোগ দিয়েছিলেন।

বামেদের পাপের দায় কেন নেবে তৃণমূল?

■ সাংবাদিক বৈঠকে ডেরেক ও'ব্রায়েন, কাকলি ঘোষদস্তিদার ও কুণাল ঘোষ।

(প্রথম পাতার পর)

তৃণমূলের স্পষ্ট দাবি, ক্যাগের রিপোর্টের ধরনকে হাতিয়ার করে বিজেপি তথা বিরোধীরা বাংলাকে বদনাম করার চেষ্টা করছে, বাংলার সরকারকে অপবাদ দিচ্ছে, মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, বামেরা কী করে গেছে, তার দায় তাঁর সরকার নেবে না।

রাজ্যসভার তৃণমূল দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, শনিবার ভারতের ইতিহাসে ছিল বিরাট বড় দিন। মুখ্যমন্ত্রী ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলার ১০০ দিনের কাজের ২১ লক্ষ শ্রমিকের অ্যাকাউন্টে বকেয়া টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। বিজেপি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর উপর আর্থিক সন্ত্রাস চালাচ্ছে। ১২ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মকুব করেছে, অথচ গরিব মানুষের ৬৯০০ কোটি টাকা দিতে পারছে না ওরা। বিবেকবোধ থাকলে রাজ্যের ১০০ দিনের শ্রমিকদের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিক কেন্দ্র। এ-প্রসঙ্গে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষও বলেন, কেন্দ্রের যদি লাজ-লজ্জা থাকে তাহলে প্রায়শ্চিত্ত করতে বাংলার অধিকার ফিরিয়ে দিক। ১০০ দিনের টাকা বাংলার মানুষের অধিকার। লোকসভার ডেপুটি লিডার সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার বলেন, মোদি সরকার শুধু মুখে বলতেই ব্যস্ত, কাজ কিছু করছে না। কেন্দ্রের কাছে আমাদের দাবি, বছরভর ১০০ দিনের কাজ দিতে হবে। কাজ শেষ হওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যে শ্রমিকদের মজুরি প্রদান করতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিলে কথা রাখেন। মুখ্যমন্ত্রী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার জন্য তাঁকে শতকোটি প্রণাম।

■ খড়দহে আইএনটিটিইউসি-এর উদ্যোগে নবীন খেলোয়াড়দের হাতে ক্রীড়াসামগ্রী তুলে দিলেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত খড়দহর চেয়ারপার্সন নীলু সরকার।

■ এএইআই-র উদ্যোগে রবিবার কলকাতায় হয়ে গেল ভিন্টেজ গাড়ির র‍্যালি। অন্যান্য গাড়ির সঙ্গে ছিল উত্তম কুমারের সিনেমায় ব্যবহৃত একটি গাড়িও।

বাংলার নেত্রীর পথেই

(প্রথম পাতার পর)

আর তারপর ভুল স্বীকার করে তারা। ঠিক যেমনটি হয়েছিল জ্যোতি বসুর ক্ষেত্রে। সিপিএমের ঐতিহাসিক ভুলে বাংলা বঞ্চিত হয়েছিল প্রথম বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী পাওয়া থেকে।

আসলে বাংলার মতো কেরলেরও কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বহু টাকা বকেয়া। অঙ্কটা প্রায় ৫৮০০ কোটি টাকা। বাংলার মতোই কেরল সরকারেরও অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবশত কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার তাদের প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করেও সুরাহা হয়নি। শেষে বাধ্য হয়ে দিল্লি অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেরল সিপিএম। সব সাংসদ-বিধায়ককে একত্রে নিয়ে দিল্লি অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন।

উল্লেখ্য, ১০০ দিনের কাজ থেকে আবাস যোজনা, গ্রামীণ সড়ক যোজনা থেকে চাষিদের ধান কেনার টাকা-সহ কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বাংলার প্রাপ্য মেটানোর দাবি নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি অভিযান করেছিলেন, কলকাতায় ফিরে রাজভবনে সামনে ধরনায় বসেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে সরব হয়ে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন। বর্তমানে তাঁর নেতৃত্বে রেড রোডে বাংলার প্রাপ্য আদায়ের দাবিতে ও কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে লাগাতার ধরনা-আন্দোলন চলছে। এবার তাঁর দেখানো পথেই হাঁটছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভাগীরথীর তীরে শীতের সময় পরিযায়ী পাখিরা ভিড় করে। চাকদহের চান্দুরিয়া এক নং গ্রাম পঞ্চায়েতের খালবিলে সেই পাখি দেখতে পাখিপ্রেমীরা ভিড় করেন। কিন্তু সাম্প্রতিক শুমারি থেকে জানা গিয়েছে, এবার কমেছে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা

তৃণমূল শ্রমিকনেতা খুনে গ্রেফতার ২ বিজেপি কর্মী

প্রতিবাদে উত্তাল মালবাজার

সংবাদদাতা, মালবাজার : তৃণমূল শ্রমিকনেতা খুনে ধৃত দুই বিজেপি সমর্থক। ঘটনায় এক বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যের যোগ রয়েছে বলেও অভিযোগ। জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার মহকুমার নিদাম চা-বাগানের শ্রমিকনেতা সুনীল লোহার গত ২ ফেব্রুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিলেন। রবিবার সকালে ওই বাগান এলাকা থেকেই তাঁর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন ওই বাগান শ্রমিকেরা। দোষীদের ধরার দাবিতে বাগান থেকে শ্রমিকরা এসে মালবাজার থানার সামনে ৩১ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। কিছুক্ষণ অবরোধ চলার পর পুলিশি হস্তক্ষেপে অবরোধ ওঠে। তুলে নেন শ্রমিকেরা। ঘটনায় রোহিত মাহালি ও আনন্দ মাহালি নামে দু'জনকে গ্রেফতার করে মাল থানার পুলিশ। সুরজ দর্জি নামে এলাকার এক বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধেও এই খুনে যোগসাজশের অভিযোগ রয়েছে। সুরজ গা-ঢাকা দিয়েছে। তার খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। মালবাজার

তৃণমূল ব্লক সভাপতি সুশীল প্রসাদ জানান, সুনীল খুব জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। শুধু নিদাম চা-বাগানেই নয়, আশপাশের এলাকাতেও বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। বিজেপি চক্রান্ত করে তাঁকে খুন করেছে যাতে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনকে দুর্বল করা যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় পুলিশি টহল চলছে।

পশ্চিম মেদিনীপুর

নিঃসন্তান দম্পতিকে সদ্যোজাত সন্তান দেওয়ায় শোরগোল

সংবাদদাতা, ডেবরা : দিনমজুর পরিবারে আটটি সন্তান। লালনপালন করতে হিমশিম অবস্থা। তাই অষ্টম সন্তানকে অন্যের হাতে তুলে দিলেন বাবা-মা। এমন ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরে। সদর ব্লকের গুড়গুড়িপাল থানার ফুলপাহাড়ি এলাকার এক দিনমজুর দম্পতির

শিশু সন্তান হাতে স্বাস্থ্যকর্মীরা।

আটটি সন্তান হয়। এমনিতেই সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তার উপর আটটি সন্তান। তাই অষ্টমবারের সদ্যোজাতকে তুলে দিলেন অন্যের হাতে। অনেকের অভিযোগ, বিক্রি করা হয়েছে। যদিও বিক্রির কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন শিশুর মা। জানিয়েছেন, পড়াশোনা এবং ভালভাবে খাওয়াতে পারব না ভেবেই আমার এক আত্মীয় সম্পর্কের দাদাকে দেওয়া হয়েছে। তার জন্য কোনও টাকা নেওয়া হয়নি। ঘটনার খবর পেয়ে তদন্তে নামে গুড়গুড়িপাল থানার পুলিশ। খবর যায় জেলা শিশুসুরক্ষা দফতরে। রবিবার দুপুরে শালবনির গোদামৌলি এলাকা থেকে পুলিশ উদ্ধার করে ওই শিশুসন্তানটিকে। জানা গিয়েছে, ওই দম্পতির পরিচিত দাদার শ্যালিকার কোনও সন্তান ছিল না। ফলে অষ্টম সন্তান হওয়ায় তারা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল। সন্তানদের ঠিকমতো মানুষ করতে পারবে না ভেবে তাঁদের দিয়ে দেয়। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সৌম্যশঙ্কর সারেঙ্গি জানিয়েছেন, এইভাবে কোনও বাচ্চাকে দিয়ে দেওয়া যায় না। তার জন্য সরকারি নানা নিয়ম রয়েছে। শিশুসুরক্ষা দফতর এবং পুলিশ ওই শিশু সন্তানটিকে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করিয়ে হোমে পাঠিয়েছে।

কোলে চেপে মাধ্যমিক দিচ্ছে যমজ ভাই

প্রতিবেদন : জন্ম থেকে শরীরের ৮০ শতাংশই অকেজো অভীককুমার দে এবং অনীককুমার দে-র। ওরা যমজ দুই ভাই। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তাদের হারাতে পারেনি। পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছে। এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় দিচ্ছে তারা। হাঁটতে পারে না, তাই মা-বাবার কোলে চেপেই মাধ্যমিক দিতে যাচ্ছে তারা। প্রতিবন্ধকতা জয় করে ওরা শিক্ষক হতে চায়। যমজ সন্তানের এই অসম লড়াইয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছেন মা-বাবা পাঁশকুড়ার সাত নম্বর ওয়ার্ডের হেমন্ত দে এবং পিউ দে। সন্তানদের বয়স যখন মাত্র ২ বছর, তখনই ধরা পড়ে ওদের শারীরিক প্রতিবন্ধকতার বিষয়টি। শুরু হয় চিকিৎসা ও ফিজিওথেরাপি। তেমন উন্নতি হয়নি। অভীক দাঁড়াতে পারে না। অনীক অন্যের সাহায্য নিয়ে দাঁড়াতে পারলেও ঠিকভাবে হাঁটতে পারে না। হাতেও রয়েছে সমস্যা। তা সত্ত্বেও বাবা-মা হাল ছাড়েন না। ছোট্ট

ব্যবসা ছিল হেমন্তের। সংসার ও ছেলেদের ফিজিওথেরাপির খরচ চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। মধুসূদনবাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরে ২০১৮ সালে পাঁশকুড়া ব্রাডলি বার্ট হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয় অনীক ও অভীক। ছেলেদের স্কুলে নিয়ে যেতে ব্যবসা ছেড়ে টোটো কেনেন হেমন্ত। টোটোয় করে তিন কিলোমিটার চালিয়ে ছেলেদের স্কুলে নিয়ে যেতেন। সঙ্গে যেতেন স্ত্রী। দুই ছেলেকে দু'জনে কোলে করে তিনতলায় ক্লাসরুমে পৌঁছে দিতেন। ক্লাসরুমের বাইরে অপেক্ষা করতেন মা পিউ। বাথরুমে যেতে হলে মাকেই যে কোলে করে নিয়ে যেতে হত।

সাফল্যের শিখরে আর এক টুয়েলভথ ফেল

জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার

প্রতিবেদন : রিস্টার্ট! টুয়েলভথ ফেইল দেখার পর দ্বাদশ অনুত্তীর্ণদের কাছে এখন মন্ত্র একটাই। আইপিএস মনোজকুমার শর্মা যেন অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন এই সকল 'ফেলিওর'দের। এঁরা সকলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, নতুন করে লড়াই করলে সাফল্য একদিন আসবেই। সিলভার স্ক্রিনে মনোজকুমারকে শুধুমাত্র তুলে ধরা হলেও এরকম বহু মনোজকুমার শর্মা কিন্তু রয়েছেন আমাদের আশপাশে। তেমনই এক উদাহরণ মিলল বাংলার জলপাইগুড়ি জেলায়। এই জেলার পুলিশ সুপার উমেশ গণপত খাণ্ডবাহালের কাহিনি শুনলে অনুপ্রেরণা পাবেন আপনিও। মহারাষ্ট্রের এক ছোট্ট গ্রামে জন্ম উমেশের। আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে-পড়া পরিবারে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও কোনওরকমে পড়াশোনা চালিয়ে

যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিকের বেড়াজাল আর পার করতে পারেননি। পরীক্ষকদের ছাঁকনিতে নিজেকে ছেঁকে বার করতে অক্ষম হন উমেশ। তার ক্ষেত্রেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই ইংরেজি। ২১ নম্বরের জন্য পার করতে পারেননি উচ্চমাধ্যমিকের গণ্ডি। সংসার চালাতে দুধ বিক্রি করতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর চোখ ছিল আকাশের দিকে। ঠিক তখনই রিস্টার্ট বোতাম টেপার কথা স্মরণ করাল মন। ডিস্ট্যান্সে দ্বাদশ শ্রেণি পাশ করলেন তিনি। মহারাষ্ট্র মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষাতেই দূরশিক্ষায় সাম্মানিক স্নাতক হন উমেশ। ইউপিএসসির পর আইপিএসের লক্ষ্যভেদ করে আজ জলপাইগুড়ি জেলার পুলিশ সুপার পদে কর্মরত তিনি। এর আগেও কোচবিহারের দিনহাটায় এসডিপিও, আলিপুরদুয়ারে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে কাজ করেছেন এই 'টুয়েলভথ ফেল' আইপিএস অফিসার।

দেরিতে উড়ান, ক্ষোভে ফেটে পড়লেন যাত্রীরা

প্রতিবেদন : রেলের পর এবার বিমানও লেটলতিফ। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ৫ ঘণ্টারও বেশি পিছিয়ে গেল বিমানের উড়ান। চরম দুর্ভোগে পড়লেন যাত্রীরা। রবিবার কলকাতা বিমানবন্দর থেকে সকাল ৮টা ০৫ মিনিটে ওড়ার কথা ছিল অসমের তেজপুরগামী বিমানের। কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে পিছিয়ে যায় সেই উড়ান। এদিন দিল্লি থেকে যাঁরা কানেক্টিং ফ্লাইটে এসেছিলেন তাঁদের বিমানবন্দরে বসে থাকতে হল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আবার নির্দিষ্ট সময়ে তেজপুর থেকে কানেক্টিং ফ্লাইট ছিল যাঁদের, তাঁরাও চূড়ান্ত দুর্ভোগের শিকার হন। বেলা ১টার পরেও সেই বিমান ছাড়ার কোনও হেলদোল না থাকায় সংশ্লিষ্ট বেসরকারি বিমানসংস্থার উপর ক্ষোভ উগরে দেন যাত্রীরা। কলকাতা বিমানবন্দরের ১০৪ নম্বর গেটের সামনে ওই বিমানসংস্থার কর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন যাত্রীরা।

বর্ধিত কর মকুব, মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্টার

সংবাদদাতা, কোচবিহার : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহারে এসে সরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেছিলেন, ভ্যালুয়েশন বোর্ডের কর বাতিলের কথা। সেই খুশিতে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে কোচবিহার জুড়ে পড়েছে ফেস্টুন। কোচবিহার নাগরিকবৃন্দের নামে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দেওয়া এই পোস্টারে ছয়লাপ গোটা জেলা। তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানবিকভাবে শহরবাসীকে কর থেকে

■ মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফেস্টুন কোচবিহারের নাগরিকবৃন্দের।

মুক্ত করেছেন। এতে খুশি হয়েই শহরের সাধারণ মানুষ এই ফেস্টুন লাগিয়েছে। শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে, সাগরদিঘির পাড়, কাছারি মোড়, পুরসভার সামনে ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় এই পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছে। ২৯ জানুয়ারি কোচবিহারে সরকারি মঞ্চে এসে মুখ্যমন্ত্রী হাতে পেয়েছিলেন দাবিপত্র। এরপরেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, কোনও কর আপাতত শহরবাসীকে দিতে হবে না। যে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে, তা আপাতত বন্ধ রাখতে হবে। পরে তিনি এ ব্যাপারে কথা বলবেন। মঞ্চে তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ও কোচবিহার পুরপ্রধান রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে ডেকেও এ ব্যাপারে কথা বলেন তিনি। জানা গিয়েছে, পুর এলাকার বাসিন্দাদের বাড়ি বা দোকান-সহ একাধিক বিষয়ে সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কর পরিশোধ করতে ভ্যালুয়েশন বোর্ডের নোটিশ জারি করেছিল পুরসভা। আপাতত সেই বর্ধিত করের চাপ থেকে মুক্তি পেয়ে খুশি কোচবিহারবাসী। তাই ধন্যবাদজ্ঞাপক পোস্টার।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
5 February, 2024 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

উন্নয়নেই লোকসভায় ভাল ফল : ফিরহাদ

মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন তৃণমূল স্থানীয় নেতৃত্ব। ফালাকাটায়, রবিবার।

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : পিছিয়ে-পড়া আলিপুরদুয়ার জেলার জন্যে গত বারো বছরে যে ধরনের উন্নয়ন করেছে রাজ্য সরকার, সেই সাফল্যকে হাতিয়ার করেই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জেলায় ভাল ফলাফল করবে তৃণমূল। রবিবার আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায় দলীয় কর্মিসভায় যোগ দিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সভা শেষে ফালাকাটায় সংবাদমাধ্যমের কাছে ফিরহাদ আরও বলেন, যেহেতু খোদ মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি ২১ লক্ষ শ্রমিকের বকেয়া থাকা একশো দিনের কাজের মজুরি মিটিয়ে দেবেন, তখন তিনি ভাবনাচিন্তা করেই বলেছেন। এ প্রসঙ্গে বিরোধীদের এক হাত নিয়ে বলেন, রাজ্য সরকার গরিব মানুষদের পাওনা টাকা, যা কেন্দ্রের দেওয়ার কথা, মিটিয়ে দিতে চলেছে, তাতে বিরোধীদের এত লাগছে কেন? কেন্দ্র যে অন্যায়ভাবে টাকা আটকে রেখেছে, তা নিয়ে বিজেপি, সিপিএম তো একটাও প্রতিবাদ করেনি। এই রাজ্যে বিরোধীদের কোনও ভূমিকা নেই। মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই অর্থ মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এছাড়াও ফিরহাদ বলেন, নতুন পুরসভাগুলির আর্থিক সঙ্কট আর থাকবে না। আমরা দ্রুত সব সমস্যার সমাধান করে দেব। জেলা পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করে ফালাকাটা পুরসভার নতুন ভবনের কাজও দ্রুত শুরু করা হবে।

লোকসভা ভোট নিয়ে বুথভিত্তিক আলোচনা

■ লোকসভা নির্বাচনের আগে চলছে বুথভিত্তিক আলোচনাসভা। বুথভিত্তিক দলীয় কর্মসূচি নিয়ে আজ ডাওয়াগুড়ি দলীয় কার্যালয়ে অঞ্চল সভাপতি, চেয়ারম্যান, প্রধান, উপপ্রধান, সমস্ত পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, সমস্ত বুথ সভাপতি, অঞ্চল নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক হল। বৈঠকে বক্তা ছিলেন তৃণমূল কোচবিহার ১ ব্লক সভাপতি আব্দুল কাদের হক। বলেন, কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনা, নারীনির্যাতন-সহ বিজেপির ভণ্ড রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চারভাবে পথে নামবেন তাঁরা। বুথভিত্তিক হবে বিজেপির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল।

সামাজিক সুরক্ষা দিতে শ্রমিকমেলা

■ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও শ্রম বিভাগের উদ্যোগে বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা প্রদানের লক্ষ্যে কোচবিহারে শুরু হয়েছে শ্রমিকমেলা। ছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদ সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রমিক সংগঠনের নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও কোচবিহার প্রশাসনের আধিকারিকরা। কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে এই শ্রমিকমেলায় শ্রমিক পরিবারদের আর্থিক সুবিধা তুলে দেওয়া হয়েছে। নির্মাণ, পরিবহণ-সহ অসংগঠিত শিল্প ও স্বনির্ভর কাজে কর্মরতদের জন্য রাজ্য সরকারের কী কী প্রকল্পের সুবিধা আছে সে-ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা আলোচনা করেন।

কেন্দ্রীয় শ্রমিক সম্মেলনে শ্রম কোড বাতিলের দাবি

কেন্দ্রীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভার্স অ্যান্ড তৃণমূল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সম্মেলন হল কোচবিহারে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার রিক্রিয়েশন হলে। সম্মেলনে তৃণমূল কর্মীদের একজোট হওয়ার বার্তা দিল সংগঠন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার শ্রমিকনেতা-কর্মীরা ছিলেন। কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতি, বাংলার প্রতি বঞ্চনা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও শ্রম কোড বাতিলের দাবিকে সামনে রেখে আলোচনা হয়। মূল বক্তা ছিলেন আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, শ্রম কোড বলছে মালিকের স্বার্থে ১২ ঘণ্টা কাজ করতে হবে, কোনও ওভার টাইম পাওয়া যাবে না। কেন্দ্রের নিয়মে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে কেন্দ্র সরকার। সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, পার্থপ্রতিম রায়, তৃণমূল রাজ্য সহ-সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ।

কোচবিহারে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে পঞ্চাশ

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কোচবিহারেও বিজেপি দলে ভাঙন শুরু হয়েছে। ক্রমশ জনভিত্তি হারাচ্ছে দল। তার ওপর নব্য ও আদির দ্বন্দ্বও চরমে উঠেছে। তারই জেরে বিজেপি দলের প্রায় পঞ্চাশ জন কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে কোচবিহার জেলার যুব মোর্চার সম্পাদক সঞ্জয় রবিদাস বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন রবিবার। জেলা তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি অফিসে তাঁদের হাতে দলের পতাকা তুলে দেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখে খুশি হয়ে ওঁরা তৃণমূল কংগ্রেস দলে যুক্ত হলেন। আগামীদিনে কোচবিহার শহরে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধিতে ওঁরা দলের কাজ করবেন বলে জানালেন অভিজিৎ।

যোগদানকারীদের হাতে দলের পতাকা তুলে দিচ্ছেন অভিজিৎ দে ভৌমিক।

আঁকা প্রতিযোগিতা

■ জলপাইগুড়ি প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে সরস্বতীপুজো উপলক্ষে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হয়ে গেল রবিবার। প্রতিযোগিতায় প্রায় ৫০০ ছেলেমেয়ে অংশ নেয়। মোট চারটি বিভাগে এই প্রতিযোগিতা হয়। সরস্বতীপুজোর দিন বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

করণদিঘিতে গড়ে উঠছে ইকো ট্যুরিজম পার্ক

অপরাজিতা জোয়ারদার ● করণদিঘি

রাজা কর্ণ সিংয়ের নামেই উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘির নাম। বছরে তিনটি অনুষ্ঠান হয় এই দিঘি ঘিরে— পৌষ মাসে বগিয়া উৎসব, বৈশাখে সিধুয়া উৎসব ও অগ্রহায়ণে ছটপুজো। বগিয়া উৎসবে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হন এই পুকুরপাড়ে। ঐতিহাসিক এই জায়গার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে এখানে তৈরি হতে চলেছে ইকো টুরিজম পার্ক। পুকুরের আমূল সংস্কার, ঘাট বাঁধানোর কাজ শুরু হচ্ছে। বিধায়ক গৌতম পাল বলেন, বিধায়ক হওয়ার আগে থেকেই করণদিঘির এই পুকুরের সংস্কার নিয়ে চিন্তাভাবনা ছিল। এলাকার

রাজ্য সরকারের উদ্যোগ

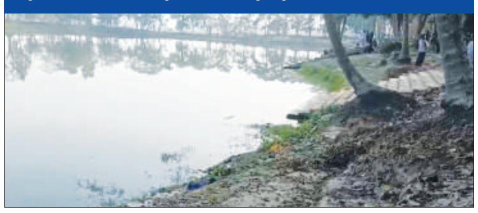

রাজবংশী সম্প্রদায় পয়লা বৈশাখে সিধুয়া মেলা উপলক্ষে স্নান করেন এই পুকুরে। পাশের শিবমন্দিরে পুজো দেন অসংখ্য ভক্ত। দশদিন চলে মেলা। সেই ঐতিহ্যময় অনুষ্ঠান মাথায় রেখে পুকুর সংস্কার ও ঘাটনির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতদিন করণদিঘিতে বিনোদনমূলক পার্ক ছিল না। তাও হবে। জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, বিধায়ক তহবিল, ফিশারি দফতর ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গা থেকে ২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা প্রথম দফায় অনুমোদন মিলেছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন। আশা করা যাচ্ছে, দেড় বছরেই কাজ শেষ হবে। আগামী দিনে এই অত্যাধুনিক পার্ক, ইতিহাস বিজড়িত করণ রাজার পুকুর দেখতে ট্যুরিজমের সৃষ্টি হবে। রিসর্ট গড়ে উঠলে বাড়বে কর্মসংস্থান। জেলা পরিষদ সভাধিপতি পম্পা পাল বলেন, প্রত্যেক উৎসবেই আমি শামিল হই। এই পুকুরেই ছটমায়ের ব্রত করি।

নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে মঙ্গল মুর্মুকে গ্রেফতার করে নয়াগ্রামের পুলিশ। ১৬ বছরের নাবালিকাকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দেয় তারা। ঝাড়গ্রাম আদালত অভিযুক্তকে জেল হেফাজত দেয়

মারধর, গাড়ি ভাঙচুরে অভিযোগের তির বিজেপির দিকে

রাতে টহলদারি পুলিশের উপর হামলা

সংবাদদাতা, ময়না : খোদ পুলিশকর্মীদের উপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠল ময়নার বাকচা এলাকা। এর পেছনে বিজেপি-দুষ্কৃতীদের হাত আছে বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। ঘটনায় গুরুতর জখম বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মীকে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। যদিও এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, ময়না থানায় বাকচা গ্রামে শনিবার রাতে নাইট পেট্রোলিং চালাচ্ছিলেন পুলিশকর্মীরা। সেই সময় একদল দুষ্কৃতী আচমকা হামলা চালায় পুলিশের উপর। উর্দিধারীদের টার্গেট করে বাঁশ-ইট ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। এমনকী ডাবের খোলাও ছুঁড়ে মারা হয়। হামলার জেরে পুলিশের গাড়ির পিছনের দিকের কাচ ভেঙে যায়। এক পুলিশ অফিসার-সহ চার পুলিশকর্মী আহত হন। তবে কী কারণে পুলিশের উপর এই হামলা চলল সে বিষয়টি এখনও পরিষ্কার নয়। তবে রক্তাক্ত জখম পুলিশকর্মীদের দ্রুত উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ময়না ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, কারা এই কাণ্ড ঘটাল? রাতের অন্ধকারে পুলিশের উপর হামলার নেপথ্যে কী উদ্দেশ্য ছিল? ময়না থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ''এক অফিসার-সহ চার পুলিশকর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন। একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'' এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতার দাবি, এলাকায় সন্ত্রাসসৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছে। দোষীদের গ্রেফতারের আবেদন জানিয়েছি।

ময়না

দুষ্কৃতী হামলায় কাচ ভাঙল পুলিশের টহলদারি গাড়ির। পাশে, চিকিৎসা চলছে জখম পুলিশকর্তার। ময়নায়।

তৃতীয়বার মেয়ে হওয়ায় আছড়ে নৃশংস খুন করে ধৃত পাষণ্ড বাবা

সংবাদদাতা, মুর্শিদাবাদ : ফের কন্যাসন্তান হওয়ায় তাকে আছাড় মেরে খুনের অভিযোগ উঠল বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে। ৪ মাসের এই শিশুকন্যার নাম খাদিজা খাতুন। রবিবার দুপুরে ডোমকলের ভাতশালা গোরস্থান সংলগ্ন এলাকার ঘটনায় অভিযুক্ত বাবা রেন্টু শেখ ও মা বেলুয়ারা বিবিকে আটক করেছে ডোমকল থানার পুলিশ। জানা যায়, রেন্টু ও বেলুয়ারার আগের দুটি কন্যাসন্তান আছে। এবারও কন্যা হওয়ায় ক্ষোভে রবিবার সকালে তাকে দেওয়ালে আছাড় মারা হয়। এরপর মৃত্যু নিশ্চিত করতে ডাক্তার না ডেকে ঘরেই রেখে দেয়। বাড়ির এক সদস্য ঘরে ঢুকে রক্তাক্ত শিশুটিকে দেখে ফেললে হইচই শুরু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পুলিশ অভিযুক্ত বাবা-মাকে আটক করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত নরাধম বাবা রেন্টু পেশায় একজন চোর। তার নামে একাধিক জায়গায় চুরির অভিযোগ আছে।

পুকুরে অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের দেহ, রহস্য

সংবাদদাতা, পাণ্ডবেশ্বর : পুকুর থেকে অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল পাণ্ডবেশ্বরের হরিপুর এলাকায়। রবিবার সকালে এলাকার বেশ কিছু স্থানীয় বাসিন্দা বড়বাঁধ পুকুরে প্রাতঃকৃত্য করতে গিয়ে লক্ষ করেন পুকুরে ভাসছে একটি মৃতদেহ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে। সঙ্গে উদ্ধার হয় একটি নতুন হেলমেট। স্থানীয় তৃণমূল নেতা গোপীনাথ নাগ বলেন, যুবকের পরিচয় জানা যায়নি। বনবহাল ফাঁড়ি বা পাণ্ডবেশ্বর থানায় কোনও মিসিং ডায়েরিও হয়নি এর মধ্যে। ঘটনাটি তদন্তসাপেক্ষ। ময়নাতদন্তের পরই পরিষ্কার হবে জলে ডুবে মৃত্যু নাকি হত্যা। তবে পুকুর থেকে নতুন হেলমেট উদ্ধারে বেড়েছে রহস্য। অনেকের ধারণা, হেলমেট যখন পাওয়া গিয়েছে পুকুর থেকে কোনও মোটরবাইকও উদ্ধার হতে পারে।

দুর্গাপুরে হস্তশিল্প মেলায় রেকর্ড বিক্রি হবে আশা করছেন মন্ত্রী

উদ্বোধনে মন্ত্রী মলয় ঘটক, অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, সুভাষ মণ্ডল প্রমুখ।

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দফতর আয়োজিত রাজ্য হস্তশিল্প মেলার রবিবার উদ্বোধন করেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। দুর্গাপুরের আরবান হাটের এই মেলা চলবে ১৫ দিন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নগর নিগমের প্রশাসন বোর্ডের চেয়ারম্যান অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, এসবিএসটিসির চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, জেলাশাসক ও অন্য প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। শ্রমমন্ত্রী বলেন, ''এর আগে এই মেলা বর্ধমান ও আসানসোলে হত। এবার দুর্গাপুরে হচ্ছে। দুর্গাপুর কৃষ্টি আর সংস্কৃতির শহর। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পীরা এই মেলায় তাঁদের সম্ভার বিক্রি করবেন। আসানসোলে ৫ কোটি টাকার বিক্রি হয়। দুর্গাপুর তাকেও ছাপিয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী হস্তশিল্পীদের সামনে এই সুযোগ এনে দিয়েছেন। সব খরচ রাজ্য সরকারের। শিল্পীরা শুধু তাঁদের তৈরি সামগ্রী বিক্রি করবেন। শিল্পীরা সারা বছর ভাবতেন কীভাবে বিক্রি করবেন। এই মেলা সেই সমস্যার সমাধান করেছে। এতে কর্মসংস্থান বাড়ছে। এবার মেলার বিক্রি রেকর্ড ছোঁবে।''

সম্মেলন সফল করতে

■ ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় তৃণমূলের ধরনা মঞ্চে যাওয়া এবং ১১ ফেব্রুয়ারি সিউড়ির ইনডোরে বীরভূম জেলা আইএনটিটিইউসি সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে রবিবার রামপুরহাটে তৃণমূল কার্যালয়ে মহকুমা আইএনটিটিইউসির শহর সভাপতি, ব্লক সভাপতি, শাখা সংগঠন সভাপতি ও সম্পাদকদের নিয়ে আলোচনা করলেন বিধায়ক তথা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাস্তুকারদের সম্মেলন

■ রবিবার প্রগ্রেসিভ ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল দুর্গাপুরের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে। রাজ্যের সরকারি দফতরের ১৪০০ ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক-সহ রাজ্য ও জেলা সংগঠনের নেতারা। রাজ্য সম্মেলন থেকে ইঞ্জিনিয়ারদের যেসব সমস্যা উঠে আসবে সেগুলি সরকারের কাছে তুলে ধরা হবে। অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক সুব্রত ঘোষ বলেন, ''রাজ্যের প্রতিটি জেলায় সম্মেলন হচ্ছে। সেই সম্মেলনের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন ইঞ্জিনিয়াররা। দুর্গাপুরে রাজ্য সম্মেলন হল রাজ্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে।''

স্ত্রীর হাতে স্বামী খুন

■ গলসির কালিমোহনপুর গ্রামে স্ত্রীর হাতে খুন হলেন প্রৌঢ় স্বামী সন্তোষকুমার মজুমদার (৬৪)। অভিযুক্ত স্ত্রী শ্রীমতী মজুমদারকে গ্রেফতার করে গলসি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পেশায় কাঠমিস্ত্রি সন্তোষের সঙ্গে আইসিডিএস কর্মী স্ত্রীর প্রায়ই সাংসারিক খুঁটিনাটি নিয়ে বচসা হত। রবিবার সকালেও তাঁদের মধ্যে বচসা হয়। এরপর সন্তোষবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটি ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বসেন। অভিযোগ, সেই সময়ই স্ত্রী শ্রীমতী অতর্কিতে ছোট গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সন্তোষবাবুর। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান হাসপাতালে পাঠায়। স্ত্রীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় তারা।

ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ বিডিও এবং ওসির

সংবাদদাতা, গড়বেতা : গড়বেতার ছেলেমেয়েদের ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন বিডিও এবং ওসি। গড়বেতা ১ ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে দ্বিতীয় ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে এই প্রশিক্ষণ শিবির নতুন করে শুরু হয়েছে। ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে চালু করেন তৎকালীন বিডিও শেখ ওয়াসিম রেজা। এবার দ্বিতীয় ব্যাচের আবেদন ও ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ৭২ জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। কয়েকদিন আগে বিডিও অফিসের একটি ঘরে অঙ্কের ক্লাস নিয়ে এই ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরু করেন গড়বেতা ১ বিডিও রামজীবন হাঁসদা। এছাড়া প্রশিক্ষণ দেবেন গড়বেতা থানার ওসি প্রণব সেনাপতি-সহ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

ক্লাস নিচ্ছেন গড়বেতার বিডিও।

মহকুমা শাসকের চেষ্টায় ফের পড়াশোনার সুযোগ সজলের

সংবাদদাতা, ঘাটাল : পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল ব্লকের অজবনগর ১ পঞ্চায়েতের বারানন্দী গ্রামের কালিচক বারগোবিন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র সজল জানা পড়াশোনা করতে চায়। কিন্তু জোর করে মা গৌরী জানা ও মামা ভিনরাজ্যে সোনার কাজে পাঠিয়ে দিয়েছে তাকে। এই অভিযোগ পেয়ে ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস তৎক্ষণাৎ ঘটনাটি স্কুলের হেডমাস্টার এবং পুলিশকে জানান। পুলিশ তদন্তে গেলে সজলের মা স্বীকার করেন, তিনি সজলকে মহারাষ্ট্রে পাঠিয়ে দিয়েছেন তার মামার সঙ্গে। মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস বলেন, দেড় বছর আগে জেলাশাসকের উদ্যোগে প্রতিটি বিদ্যালয়ে তৈরি হয় বন্ধুমহল ক্লাব। তাদের এক সদস্য আমাকে সজলের বিষয়টি জানান। আমি হেডমাস্টারকে ঘটনাটি জানাই। এখন সজল আবার স্কুলে পড়তে পারবে। সে আবার স্কুলে আসবে। এই খবর জেনে অত্যন্ত খুশি সজলের পাড়া ও স্কুলের বন্ধুরাও।

আমার বাংলা

5 February, 2024 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কেন্দ্রের আটকে রাখা গরিবের প্রাপ্য টাকা মেটাবে রাজ্য, বাংলা জুড়ে সমর্থন

পদযাত্রায় মানুষের ঢল

সংবাদদাতা, বীরভূম : বুঁদিগ্রাম থেকে রাজগ্রামে তৃণমূল র‍্যালিতে নামল মানুষের ঢল। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই পথ দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, কোর কমিটির আহ্বায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ্ত ঘোষ প্রমুখ। পদযাত্রার শুরুতে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, প্রথম থেকেই কেন্দ্র বাংলাকে বঞ্চিত করে রেখেছে। একশো দিনের কাজের টাকা, আবাস যোজনার টাকা-সহ বিভিন্ন খাতে বাংলার মানুষের প্রাপ্য টাকা মোদি সরকার আটকে রেখেছে। তবুও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা প্রকল্প বন্ধ হতে দেননি বাংলায়। কাজ করে গরিব মানুষের ন্যায্য পাওনা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের আটকে রাখার মুখের উপর জবাব দিয়েছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, একুশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে একুশ লক্ষ জব কার্ড হোল্ডারদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সেই টাকা তিনি ঢুকিয়ে দেবেন। মমতার স্নেহের আঁচলে ঢাকা বাংলা। রাম-বামেরা সেখানে কিছু করতে পারবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাই একশো। আমরা তাঁর অনুগত সৈনিক হিসেবে এই র‍্যালিতে আজ শামিল হয়েছি। সঙ্গে আছেন বাংলার মানুষ। মন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে রবিবার ৫৫ কিলোমিটার এই র‍্যালির আয়োজন করে বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। বুঁদিগ্রামে শুরু হয়ে যা শেষ হয় রাজগ্রামে। পথে মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

পদযাত্রায় চন্দ্রনাথ সিনহা, বিকাশ রায়চৌধুরী, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

বীরভূম

পথে দশ হাজার মানুষ

সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান : রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষকে ১০০ দিনের কাজের টাকা যা অন্যায় ভাবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আটকে রেখেছে সেই টাকা রাজ্য সরকার মিটিয়ে দেবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, কেন্দ্রের এই বঞ্চনায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বা সমস্যায় পড়ছেন এই গরিব প্রান্তিক খেটে খাওয়া মানুষ। তাঁদের হকের টাকা যা কেন্দ্র অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। দিল্লিতে ও কলকাতায় রাজভবনের সামনে ধরনায় বসেছেন। রাজ্য সরকারের নিজের তহবিল থেকে গরিব মানুষের টাকা মেটানোর সিদ্ধান্তে ধন্যবাদ জানাতে দলীয় নির্দেশে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লক তৃণমূলের পক্ষে বিশাল মিছিল করা হল রবিবার। হালারা মোড় থেকে জামালপুর বাজার হয়ে বাসস্ট্যান্ডে মিছিলটি শেষ হয়। কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষ যোগ দেন মিছিলে। সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেন ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, বিধায়ক অলোককুমার মাঝি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, ভূতনাথ মালিক, তাবারক আলি মণ্ডল, সাহাবুদ্দিন মণ্ডল, বিট্টু মল্লিক, ওয়াসিম সরকার, উত্তম হাজারী, তারক টুডু-সহ সমস্ত অঞ্চলের প্রধান, উপপ্রধানরা। বিধায়ক বলেন, পূর্ব বর্ধমানের প্রশাসনিক সভাতেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, ১০০ দিনের কাজের টাকার বঞ্চনার বিরুদ্ধে তিনি ২ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রতিবাদ শুরু করবেন। এই মিছিলে প্রায় ১০ হাজার মানুষ হাঁটলেন। এর থেকেই প্রমাণ হয়ে যায় মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গেই আছে।

পূর্ব মেদিনীপুর

মিছিলে হাঁটলেন বিধায়ক, ব্লক সভাপতি প্রমুখ তৃণমূল নেতৃত্ব।

ফাঁকা বাড়ি থেকে ৭-৮ লক্ষের গয়না চুরি

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : বৃহস্পতিবার ভাইপোর বিয়েতে গিয়েছিলেন মেদিনীপুর শহরের তোয়াপাড়া এলাকার অট্ট পরিবারের সকলে। রবিবার সকালে ফিরে এসে বাড়ির অবস্থা দেখে তাঁদের চক্ষু চড়কগাছ। দরজা-জানালার লোহার গ্রিল কাটা, ভেতরে জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। বিয়েবাড়ির আনন্দে পরিবারের লোকজন মেতে থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাড়িতে থাকা সোনা-রুপোর গয়না থেকে নগদ টাকা চুরি করে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। আলমারি খুলে দেখা যায়, সোনা-রুপোর গয়না, এমনকী নগদ টাকাও উধাও। ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পরিবারের পক্ষে প্রণতি অট্ট বলেন, 'আমরা বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলাম। রবিবার সকালে ফিরে এসে দেখি দরজা-জানালার গ্রিল সব কাটা। সাত-আট লক্ষ টাকার গহনা, নগদ ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা চুরি করে নিয়েছে। মিষ্টি, চকোলেট খেয়ে ছড়িয়েছে। জল খেয়েছে। পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছি।' ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

তিন সঙ্গী-সহ ধৃত ভুয়ো রেল অফিসার, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ভারত সরকার লেখা নীল বাতি লাগানো গাড়িতে জাল আইকার্ড নিয়ে ঘোরা চার ভুয়ো অফিসারকে গ্রেফতার করল মেমারি থানার পুলিশ। উদ্ধার হয় একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ২ রাউন্ড গুলি। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধৃত সন্দীপ বিশ্বাস, শুভম রায়, কবিরুল আলি ও আকাশ ধরের বাড়ি বারাসত ও মধ্যমগ্রাম এলাকায়। প্রত্যেকেই নীল বাতির গাড়ি করে কলকাতার দিকে যাওয়ার সময় শনিবার রাতে ১৯ নং জাতীয় সড়কের পালসিট এলাকায় স্থানীয়দের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে। পুলিশ এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতে ধৃত সন্দীপ আইআরটিএস অফিসার পরিচয় দিয়ে নিজেকে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের সদস্য হিসাবে দাবি করে। তার সঙ্গে থাকা শুভম নিজেকে আরপিএফ কর্মী পরিচয় দেয়। তার পরনে আরপিএফের পোশাকও ছিল। তাদের সাথে থাকা কবিরুল আলি ও আকাশ ধর নিজেদের রেলের গ্রুপ ডি কর্মী হিসাবে পরিচয় দেয়। পরে খোঁজখবর নিয়ে পুলিশ জানতে পারে এদের কেউই রেলের সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্ত নয় এবং তাদের দেওয়া নথিপত্র সব জাল। এরপরই পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। তল্লাশিতে শুভম রায়ের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ২ রাউন্ড গুলি। ভারত সরকার লেখা নীল বাতির গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। রবিবার ধৃতদের বর্ধমান আদালতে তোলা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মেমারি থানার পুলিশ।

আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ধৃতদের।

ফুটপাথ দখল করে দোকান উচ্ছেদ অভিযান পুলিশের

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : ফের ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে পদক্ষেপ করল জঙ্গিপুরের প্রশাসন। রবিবার জঙ্গিপুর ব্যবসায়ী সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে রঘুনাথগঞ্জ শহরকে যানজটমুক্ত ও ফুটপাথকে দখলমুক্ত করতে অভিযানে নামল রঘুনাথগঞ্জ থানা ও সদর ট্রাফিক পুলিশ। ফুটপাথ জুড়ে ব্যবসা চালানোর ফলে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। জঙ্গিপুর শহরে ঢোকার মুখে বিশেষ করে দাদাঠাকুর ও জঙ্গিপুর সেতুর মুখ-সহ একাধিক জায়গায় যানজট রোজকার সমস্যা। তাই ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে পুলিশের এই অভিযান। এ বিষয়ে জঙ্গিপুরের পুরপিতা মফিজুল ইসলাম বলেন, 'ফুটপাথ জুড়ে ব্যবসা এবং দোকানের সামনে জিনিসপত্র রাখার জন্য সমস্যায় পড়ছেন মানুষ। ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে এর আগে শহরে মাইকিং এবং ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের সচেতন করা হয়েছিল।' রবিবার পুলিশ এই বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সচেতন করে। পাশাপাশি দোকানের জিনিসপত্র ফুটপাথে না রাখার আবেদন করা হয়। মফিজুল ইসলাম বলেন, 'পুরসভা ও প্রশাসনের কাছে বহু মানুষ অভিযোগ জানাচ্ছিলেন। সেইমতোই পুলিশ পদক্ষেপ করছে। এই মুহূর্তে কোনও জরিমানা না করলেও পুলিশ জানিয়েছে এরপরেও ফুটপাথ দখলের অভিযোগ উঠলে মোটা টাকা জরিমানা আদায় করা হবে।'

বেআইনি দোকানের বিরুদ্ধে অভিযান।

প্রতিবন্ধী মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে হুইল চেয়ার বিডিওর

প্রতিবেদন : অদম্য জেদকে সঙ্গী করেই জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা দিচ্ছে সোনামুখীর মৌমিতা। জন্ম থেকেই ডান হাত ও পা নেই ইছারিয়া হাইস্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মৌমিতার। বিষয়টি নজরে আসতে স্থানীয় বিডিওর নির্দেশে ওই ছাত্রীর জন্য একটি হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়। বাড়ি থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে বিষ্ণুপুরের রাধানগর হাইস্কুলে সিট পড়েছে মৌমিতার। টোটোয় করে কেন্দ্রে পৌঁছে বাবার কোলে চেপে কেন্দ্রের ভেতরে ঢুকতে হয়। শনিবার তাঁর জন্য হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করে বিডিও সোমশঙ্কর মণ্ডল বলেন, প্রথমদিন পরীক্ষাকেন্দ্রে আসার পর ওই পরীক্ষার্থীর অসুবিধার বিষয়টি জানা যায়। তাই দ্বিতীয় দিন হুইল চেয়ারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। অভিভাবকরা আগে থেকে বিষয়টি জানালে শুরুতেই ব্যবস্থা নেওয়া যেত। মৌমিতার বাবা শ্রীদামবাবু বলেন, মেয়ে ক্র্যাচ নিয়ে চলাফেরা করে। তাই তাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়। সংসার চালানোর জন্য আমাকে পোলট্রি ফার্মে কাজ করতে হয়। তাই মেয়েকে সবদিন স্কুলে পৌঁছনো সম্ভব হয় না। প্রশাসন হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করায় আমরা খুশি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার দিনভর হালকা বৃষ্টি দিল্লি এবং সংলগ্ন এনসিআরে। সকাল থেকে মেঘলা আকাশ। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। কমেছে তাপমাত্রা। খারাপ আবহাওয়ায় দৃশ্যমানতা কম তাই দেরিতে ওড়ে বেশ কিছু বিমান। সোমবারও দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে

'ভারতমাতা কি জয়' না বলার অপরাধ, অনুষ্ঠান থেকে তরুণীকে তাড়িয়ে দিলেন মন্ত্রী

প্রতিবেদন : 'ভারতমাতা কি জয়' না বলার অপরাধে ভরা অনুষ্ঠান থেকে এক তরুণীকে কার্যত ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল মোদি সরকারের মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখির বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনা সামনে আসতেই বিজেপি নেতাদের স্বৈরাচারী মানসিকতা নিয়ে সমালোচনা তীব্র হয়েছে। বিজেপি নেতারা কীভাবে নিজেদের মত অন্যের উপর জোর করে চাপিয়ে দেন, এসব ঘটনা তারই প্রমাণ। দিনকয়েক আগে যুব সম্মেলনের বক্তৃতায় ভাষণ দিতে গিয়েছিলেন মীনাক্ষী। ভাষণ শেষ হতেই ভারতমাতার নামে জয়ধ্বনি দেন তিনি। কিন্তু মীনাক্ষী আশা করেছিলেন তাঁর পাল্টা প্রতিধ্বনি দর্শকদের মধ্যে থেকে আরও দ্বিগুণ জোরে তাঁর কাছে ফিরে আসবে। কিন্তু আশানুরূপ ফল না হতেই খেপে লাল মোদির দলের মন্ত্রী। এরপরই অনুষ্ঠান কক্ষ থেকে এক তরুণীকে বেরিয়ে যেতে বলে মন্ত্রী সাফ জানান, ''ভারতকে নিয়ে যিনি গর্ব অনুভব করেন না, তাঁর থাকার অধিকার নেই এই সম্মেলনে।'' পাশাপাশি তরুণীকে মীনাক্ষীর প্রশ্ন, ''ভারত কি তোমার মা নয়?'' আর মীনাক্ষীর এমন পদক্ষেপের পরই সমালোচনায় সরব বিরোধীরা। বিরোধীদের অভিযোগ, রাম হোক বা ভারতমাতা সবেতেই জোর করে সবকিছু চাপিয়ে দিতে চায় বিজেপি। জোরজবরদস্তি হিন্দুত্বের বুলি আওড়ে নিজেরাই বিভাজনের রাস্তায় হাটছেন। আর তাঁদের দেখানো পথে না চললেই সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ চলছে।

সূত্রের খবর, শনিবার কেরলের কোঝিকোড়ে যুব সম্মেলন উপলক্ষে ভাষণ দেন কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি। বক্তৃতা শেষ করে তিনি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, ''ভারতমাতা কি জয়'। জবাবে শ্রোতাদের অনেকের থেকে পাল্টা জয়ধ্বনিও শুনতে পান। তবে মন্ত্রী সেই সময় খেয়াল করেন, মঞ্চের পাশে একটি জায়গা থেকে জয়ধ্বনির আওয়াজ কম। কেউ কেউ তাঁদের মধ্যে জয়ধ্বনি দিচ্ছেনও না। আর এতেই চরম ক্ষিপ্ত হন মন্ত্রী। ইতিমধ্যে, সেই অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। সেই ভিডিওতে মীনাক্ষীকে বলতে শোনা যাচ্ছে, আমার সঙ্গে আপনারাও বলুন ভারতমাতা কি জয়। এরপর সকলেই প্রায় মন্ত্রীর নির্দেশমতো কাজ করেন। তবে মন্ত্রীকে অনুষ্ঠান মঞ্চের একদিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে শোনা যায়, ওই দিকের গলার স্বর প্রায় শোনাই যাচ্ছে না। আবার আপনারা আমার সঙ্গে বলুন ভারতমাতা কি জয়। এরপরও প্রত্যুত্তরে যে ধ্বনি পান তাতেও সন্তুষ্ট হননি মন্ত্রী। বরং কিছুটা বিরক্তি সহকারেই একাংশ দর্শকের

লেখির ভূমিকায় বিতর্ক

দিকে তাকিয়ে তাঁকে এরপর বলতে শোনা যায়, আপনারা এখনও হাতে হাত রেখে বসে আছেন। উচ্চৈস্বরে ভারত মাতা কি জয় বলুন। আপনাদের গলার স্বর শোনাই যাচ্ছে না। আপনাদের কী সমস্যা ভারতমাতা কি জয় বলতে? তবে আচমকা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এমন রূঢ় প্রশ্ন শুনে অনেকেই বিস্মিত হন। এখানেই থেমে থাকেননি মন্ত্রী। তিনি আরও একবার ভারতমাতার নামে জয়ধ্বনি দেন। তারপর ভিড়ের মধ্যে এক তরুণীকে উঠে দাঁড়াতে বলেন। এরপর মন্ত্রীকে রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে বলতে শোনা যায়, 'হলুদ পোশাক পরে যিনি বসে আছেন আপনি উঠে দাঁড়ান। হ্যাঁ আপনাকেই বলছি। এদিক ওদিক দেখতে হবে না আপনাকে। আপনাকে আমার একটা প্রশ্ন আছে, ভারত কি আপনার মা নয়? এরপর মন্ত্রীকে আরও বলতে শোনা যায়, আমায় মনে হয় এই সম্মেলন থেকে আপনার বেরিয়ে যাওয়া উচিত। বিজেপি জমানায় ব্যক্তি স্বাধীনতার যে আর কিছু অবশিষ্ট নেই এই ঘটনা তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

■ তুষারাবৃত শ্রীনগর। চলছে রাস্তা সাফাই।

মহারাষ্ট্রে শাসকজোটে চরম কোন্দল

শিন্ডেই অপরাধী বানিয়েছেন, বিস্ফোরক বিজেপি বিধায়ক

প্রতিবেদন : থানার ভিতর ঢুকে মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে গোষ্ঠীর নেতাকে গুলি করেছেন খোদ বিজেপি বিধায়ক। বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রে শরিকি কোন্দলের এমন ঘটনায় রাজনৈতিক ডামাডোল চরমে। শাসক জোটের শরিকরাই পরস্পরের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলছেন। আর এবার গুলিকাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেকেই অপরাধী বানালেন অভিযুক্ত বিজেপি বিধায়ক। শিন্ডের বিরুদ্ধে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে বিজেপি বিধায়ক গণপত গায়কোয়াড় জানালেন, একনাথ শিন্ডেই তাঁকে অপরাধী বানিয়েছেন। উনি ক্ষমতায় থাকলে আরও অনেক অপরাধী জন্ম নেবে।

গুলি চালানোয় ঘটনায় দায় স্বীকার করে বিজেপি বিধায়ক বলেন, একনাথ শিন্ডে আমাকে অপরাধী বানিয়েছেন। জোর করে আমার জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। আমার ছেলেকে থানায় হেনস্থা করা হয়। শিন্ডে যদি মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পদে থাকেন, তা হলে আমার মতো একইরকমভাবে আরও অনেক অপরাধীর জন্ম হবে। উনি আমার মতো একজন ভাল মানুষকে অপরাধী বানিয়ে দিয়েছেন। অভিযুক্ত বিজেপি বিধায়ক একইসঙ্গে বলেন, আমার কোনও অনুশোচনা নেই। কেউ যদি আমার ছেলেকে থানায় মারধর করে, আমার জমি কেড়ে নেওয়া হয়, তা হলে কী করা উচিত ছিল? আমি ওদের মেরে ফেলতে চাইনি। শুধু ভয় দেখাতেই ওই কাজ করি। শাসক দলের এক বিধায়কের মুখে জোটের মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে এমন মন্তব্যে চরম অস্বস্তিতে গেরুয়া শিবির। শাসক জোটের দলগুলির মধ্যেই এখন কার্যত অহিনকুল সম্পর্ক। লোকসভা ভোটের আগে এই শরিকি কোন্দলে চাপ বাড়ছে বিজেপির।

ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার রাতে। শিন্ডে শিবিরের নেতা মহেশ গায়কোয়াড় এবং বিজেপি বিধায়ক গণপত গায়কোয়াড় তাঁদের সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে উল্লাসনগরের হিল লাইন থানায় জমি বিবাদ সংক্রান্ত বিষয়ে মীমাংসা করতে গিয়েছিলেন। সেখানেই দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় বচসা। আর তার জেরেই মহেশের উপর গুলি চালান বিধায়ক গণপত। গুলিতে আহত হন মহেশের এক সঙ্গীও। পুলিশের দাবি, থানার ভিতরে ১০ রাউন্ড গুলি চালানো হয়। তার মধ্যে পাঁচটি গুলি লাগে শিন্ডেসেনার নেতার শরীরের বিভিন্ন অংশে। ওই নেতা এবং তাঁর সঙ্গীকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে থানের এক হাসপাতালে ভর্তি ওরা হয়। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে বিজেপি বিধায়ককে। পাশাপাশি আরও ২ জন গ্রেফতার হয়েছেন। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাঁদের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আপ মন্ত্রীর বাড়িতে দিল্লি পুলিশ

প্রতিবেদন : শনিবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নোটিশ দেওয়ার পর রবিবার দিল্লির মন্ত্রী অতীশীর বাড়িতে হাজির হল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। বিজেপির বিরুদ্ধে বিধায়ক কেনাবেচো সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে নোটিশ দিতেই এদিন তাঁর বাড়িতে আসেন দিল্লি পুলিশের আধিকারিকরা। যদিও সেই সময় মন্ত্রী বাড়িতে না থাকায় নোটিশ না দিয়েই ফিরে যান তাঁরা। ঘটনার সূত্রপাত গত সপ্তাহে। সোশ্যাল মিডিয়ায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন, ৭ জন আপ বিধায়ককে ২৫ কোটি টাকার লোভ দেখিয়ে দল ছাড়তে চাপ দেওয়া হচ্ছে। এমনকী ওই আপ বিধায়কদের বলা হয়েছে কিছুদিনের মধ্যেই কেজরিওয়াল গ্রেফতার হবেন এবং দিল্লির সরকার পড়ে যাবে। কেজরিওয়ালের পাশাপাশি একই অভিযোগ করেন দিল্লির আপ সরকারের মন্ত্রী অতীশীও। এই অভিযোগের জেরেই কেজরির পর অতীশীর বিরুদ্ধে সক্রিয় হল অমিত শাহের নেতৃত্বাধীন দিল্লি পুলিশ।

অপারেশন লোটাস

শনিবার কেজরির বাসভবনে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরে তাঁকে নোটিশ দিয়েছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ। নোটিশে কেজরির করা অভিযোগের বিষয়ে তিনদিনের মধ্যে জবাব চাওয়া হয়েছে। অবশ্য কেজরি সেই সময় বাসভবনে ছিলেন না। পরে এ বিষয়ে তিনি বলেন, ''দিল্লি পুলিশের প্রতি আমার সহানুভূতি রয়েছে। অপরাধ রোখার বদলে তাদের নাটক করার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে। কেজরির বাড়িতে পুলিশ পাঠানো নিয়ে আপের পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় বলা হয়েছে, কেজরিওয়ালের বাড়িতে তামাশা করার জন্য পুলিশ পাঠিয়েছেন মোদি। বিজেপির পুলিশ একটা প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারেনি। কোন আইনে এমন নোটিশ লেখা হয়েছে যা শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে মুখ্যমন্ত্রীকেই দেওয়া যায়? এদিকে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। আবগারি দুর্নীতি মামলায় শনিবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে আপ সুপ্রিমোর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে ইডি জানিয়েছে, পাঁচবার সমন জারির পরেও কেজরিওয়াল তাদের সামনে হাজির হননি। মামলার শুনানি ৭ ফেব্রুয়ারি।

পেটিএম করবেন না, অন্য অ্যাপ ব্যবহারের পরামর্শ সর্বভারতীয় ব্যবসায়ী সংগঠনের

প্রতিবেদন : আর পেটিএম করবেন না। এবার অন্য পেমেন্ট অ্যাপ ব্যবহার করুন। সুরক্ষার স্বার্থে নির্দেশ দিল সর্বভারতীয় ব্যবসায়ী সংগঠন কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স। রবিবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পেটিএম ব্যাঙ্ক ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে।

দিনকয়েক আগেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে পেটিএম ব্যাঙ্ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। আরবিআই স্পষ্ট জানিয়েছে, ২৯ ফেব্রুয়ারির পর আর ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দিতে পারবে না পেটিএম। মার্চ থেকে পেটিএমের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের আর বৈধতা থাকবে না। এরপরই রবিবার স্পষ্টভাবে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পেটিএম ব্যাঙ্ক বন্ধের নির্দেশ দিল ব্যবসায়ীদেরই সর্বভারতীয় সংগঠন।

তবে কেন্দ্রের আচমকা এমন নির্দেশে বিপাকে পড়েছেন বহু গ্রাহক। তাঁদের অভিযোগ, যদি অস্বচ্ছতা থাকে বা একটি আধারের বিনিময়ে ভূরিভূরি অ্যাকাউন্ট করা হয়ে থাকে তাহলে প্রথম থেকেই কেন কড়া পদক্ষেপ নিল না আরবিআই? অন্যদিকে রাজনৈতিক মহলের মতে, লোকসভা ভোটের আগে এসব করে দেশবাসীর কাছে নিজেদের ভাবমূর্তি রক্ষায় ময়দানে নেমে পড়েছে বিজেপি। আর তাই নিজেদের মর্জিমতো সাধারণ মানুষকে অসুবিধায় ফেলে এরকম পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে শোনা যাচ্ছে, বর্তমান অভিযোগের মধ্যেই পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করতে চলেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ইডির তদন্তের খবর প্রকাশ্যে আসতেই এ-বিষয়ে প্রশ্নের জবাব দিলেন কেন্দ্রের রাজস্বসচিব সঞ্জয় মালহোত্রা। তিনি সাফ জানান, পেটিএমের বিরুদ্ধে নতুন করে কোনও অভিযোগ পেলেই সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত শুরু করবে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। আপাতত পেটিএমের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোদ খতিয়ে দেখছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। সিএআইটি সভাপতি বি সি ভারতীয়া এবং মহাসচিব প্রবীণ খান্ডেলওয়াল রবিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানান, ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষতি থেকে বাঁচাতে এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি কমাতেই অন্য অ্যাপ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ব্যবসায়ীদের।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বান্দরবানের নাইখংছড়ি সীমান্তের ওপারে মায়ানমারের বিদ্রোহী দল আরাকান আর্মির সঙ্গে সংঘর্ষে সেদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী ১৪ জন সদস্য পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁদের অস্ত্র ও গুলি বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিজিবি) হেফাজতে আছে।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল লাদাখ

গণতন্ত্র ফেরত চাই, আলাদা রাজ্যের মর্যাদার দাবিতে এবার আন্দোলন

প্রতিবেদন : ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে। পৃথক রাজ্যের দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এবার গর্জে উঠল লাদাখ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে আন্দোলনে নামল লাদাখের আমজনতা। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে লোকসভা ভোটের আগে চাপ বাড়ল মোদি সরকারের উপর।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও পৃথক রাজ্যের মর্যাদার দাবিতে কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে লাদাখবাসীর এই বিক্ষোভ। প্রবল ঠান্ডা আর তুষারপাতকে উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ পথে নামে। তার জেরে দোকানপাট, বাজারঘাট সব কার্যত বন্ধ থাকল। গোটা উপত্যকা কার্যত স্তব্ধ হয়ে গেল। লাদাখ ডিভিশনের লেহ এবং কারগিলের সাধারণ মানুষ নির্দিষ্ট

চারটি দাবিতে ৩ ফেব্রুয়ারি সমগ্র এলাকায় বন্‌ধ পালন করে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যায় জনতার আন্দোলনের ধাক্কায়। লেহ অ্যাপেক্স বডি (এলএবি) এবং কারগিল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (কেডিএ) যৌথভাবে এলাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। মূলত চারটি দাবিতে কেন্দ্রের উপর চাপ বাড়াতেই এই বিক্ষোভ এবং সর্বাত্মক বন্‌ধ। লাদাখের জন্য আলাদা রাজ্যের মর্যাদা, সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলে লাদাখকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং উপজাতি মর্যাদা দেওয়া,

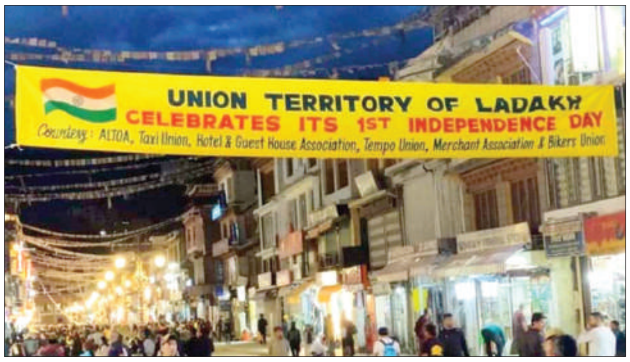

স্থানীয়দের জন্য চাকরিতে সংরক্ষণ, লেহ এবং কারগিল দুটি লোকসভা কেন্দ্র তৈরির দাবি রয়েছে এর মধ্যে। গত ২৩ জানুয়ারি এই দাবিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। পরিস্থিতি যাতে হাতের বাইরে না বেরিয়ে যায় তার জন্য লাদাখের মানুষের এই দাবিগুলি খতিয়ে দেখতে তড়িঘড়ি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাইয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি লাদাখ সংক্রান্ত ওই কমিটির বৈঠক হবে।

উল্লেখ্য, গত ৫ অগাস্ট ২০১৯, বিতর্কিত ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করে নিয়ে তৎকালীন অঙ্গরাজ্য জম্মু ও কাশ্মীরের থেকে রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নিয়েছিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। সেই সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল দুটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। একটি জম্মু ও কাশ্মীর, অপরটি লাদাখ। তারপর থেকে একাধিকবার রাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর দাবি উঠেছে কাশ্মীরে। উপত্যকার রাজনৈতিক দলগুলি জোট বেঁধে রাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে। যদিও ৫ বছর পরেও লাদাখবাসীর সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। তাই লোকসভা ভোটের আগে কেন্দ্রের উপর চাপ বাড়াতে পথে নামল লাদাখবাসী।

বিশ্বের ধনীদের তালিকায় চতুর্থ স্থানে মার্ক জুকারবার্গ

প্রতিবেদন : কিছুদিন আগেও নিজের কোম্পানিতে লোকসান থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত আয়ের নিরিখেও বেশ খারাপ অবস্থাতেই ছিলেন। এরপর ২০২২ সালের শেষের দিকে তাঁর সম্পত্তি একেবারে তলানিতে পৌঁছয়। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি। ধীরে ধীরে তাঁর সংস্থা মেটার হাত ধরে ফের বিশ্বের ধনীদের তালিকায় তালিকায় প্রথম স্থানে উঠে এলেন মার্ক জুকারবার্গ। সূত্রের খবর, ২০২২ সালের শেষ দিকে জুকারবার্গের সম্পত্তি নেমে গিয়েছিল মাত্র ৩ হাজার ৫০০ কোটি ডলারে। কিন্তু ধীরে ধীরে ফেসবুক-মেটা ঘুরে দাঁড়াতেই ফুলেফেঁপে ওঠে জুকারবার্গের সম্পত্তি।

ব্লুমবার্গ বিলিনিয়র ইনডেক্সের

রিপোর্টে সাফ জানানো হয়েছে, বর্তমানে মেটা সিইওর মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৭ হাজার ৫০ কোটি ডলার। এর ফলে বিশ্বের শীর্ষ ধনীদের তালিকায় চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছেন তিনি। পিছনে ফেলেছেন বিল গেটসকেও। তবে ব্যক্তিগতভাবে মার্ক জুকারবার্গ আগে কখনওই এত সম্পত্তির মালিক ছিলেন না। ২০২৪ সালের শুরুতেই এল সুখবর। আগামী মার্চ মাস থেকে প্রথমবারের মতো বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ দিতে চলেছে মেটা। সেখান থেকেই বছরে প্রায় ৭০ কোটি ডলার পাবেন জুকারবার্গ। তবে এই প্রথম নয়, এর আগেও গত বছরের এপ্রিল মাসে একদিনে ১০ বিলিয়ন ডলার আয় করে সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছিলেন জুকারবার্গ। রিপোর্ট অনুসারে, শেয়ারবাজারে মেটার মূল্য ১২ দশমিক ৮ শতাংশ বেড়ে যাওয়ায় একদিনেই ১০ বিলিয়ন ডলার সম্পত্তি বেড়ে গিয়েছিল জুকারবার্গের। তখন মুকেশ আম্বানিকে সরিয়ে বিশ্বের ধনীদের তালিকায় ১২ নম্বরে উঠে এসেছিলেন জুকারবার্গ। সেই সময় তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৮ হাজার ৭৩০ কোটি ডলার।

ভারতীয় সেনার তথ্য হাতানোর চেষ্টা, জালে পড়ল পাক গুপ্তচর

প্রতিবেদন : ভারতের বিরুদ্ধে পাক-ষড়যন্ত্রের ছক বানচাল। ধরা পড়ল পাকিস্তানি গুপ্তচর। বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশের মীরাট থেকে এক পাকিস্তানি আইএসআই এজেন্টকে গ্রেফতার করল সন্ত্রাসদমন শাখা। জানা গিয়েছে, রাশিয়ার মস্কোয় ভারতীয় দূতাবাসে কাজ করত ওই আইএসআই এজেন্ট। সেখানে বসেই ভারতীয় সেনার বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি সরানোর ছক কষছিল ওই ব্যক্তি। ইতিমধ্যেই অনেক তথ্য সে পাচার করে দিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশ থেকে ধৃত

উত্তরপ্রদেশের অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়াড রবিবার মীরাট থেকে সত্যেন্দ্র সিওয়াল নামের এক যুবককে গ্রেফতার করে। জানা গিয়েছে, ২০২১ সাল থেকে মস্কোয় ভারতীয় দূতাবাসে কাজ করত ওই যুবক। দূতাবাসে কাজ করার আড়ালে বিদেশমন্ত্রক ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোপন তথ্য পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইকে পাঠাত সত্যেন্দ্র।

এটিএসের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, অভিযুক্ত যুবক রাশিয়ার মস্কোয় ভারতীয় দূতাবাসে কাজ করত। আইবিএসএ পদে সে নিযুক্ত ছিল। পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থার হ্যান্ডলারদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সত্যেন্দ্রর। মোটা টাকার বিনিময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোপন তথ্য পাকিস্তানের কাছে ফাঁস করে দিত সে। ওই যুবক উত্তরপ্রদেশের ওয়াহাপুরের শাহমহিউদ্দিনপুর গ্রামের বাসিন্দা। গোপন সূত্রে এটিএসের কাছে খবর আসে, পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করছে এলাকার ওই যুবক। দীর্ঘদিন ধরে নজরদারি চালানোর পরই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে মীরাট ডেকে পাঠায় পুলিশ। প্রথমে অভিযোগ অস্বীকার করলেও পরে চাপ দিতেই গুপ্তচরবৃত্তির কথা স্বীকার করে নেয় সত্যেন্দ্র। তার কাছ থেকে দুটি ফোন, একটি আধার কার্ড ও নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। মোবাইলের কললিস্ট ঘেঁটে বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে লখনউয়ে মামলা দায়ের করেছে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল হলে শব্দের ঝংকার পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠান। স্মরণ করা হয় সদ্যপ্রয়াত সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায়কে। ছিলেন পবিত্র সরকার-সহ সাহিত্য জগতের বিশিষ্টরা

খোলা হাওয়া

যদিও সন্ধ্যা

» ৩১ জানুয়ারি গিরিশ মঞ্চে মঞ্চস্থ হল উত্তর কলকাতা সৃষ্টিছাড়া নিবেদিত নাটক 'যদিও সন্ধ্যা'। রাজা সরকার রচিত ও নির্দেশিত এই নাটকে দুর্নীতিগ্রস্ত কিছু ব্যক্তির কারণে কীভাবে সমাজের কিছু খেটে খাওয়া মানুষ রক্তাক্ত হয়, সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, সেটাই বর্ণিত হয়েছে। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিন্দুবালা ইন্দু এবং জগাই মন্ডলের ক্ষমতালোভী মানসিকতার জেরে সাধারণভাবে বাঁচতে চাওয়া এক দম্পতি অর্জুন মাইতি এবং মাধুরীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। একমাত্র কন্যা সোনালিকে নিয়ে হারান মন্ডলের বেঁচে থাকার স্বপ্ন যখন ভস্মীভূত হওয়ার পথে, সমাজের কিছু হুলিগানদের দাপটে যখন হারান মন্ডলের মেয়ে সোনালি মন্ডলের জীবনে নেমে আসে ঘোর দুর্যোগ, ঠিক তখনই এসে দেখা দেয় সোনালি মন্ডলের দূর সম্পর্কের ভাই বিল্টু ওরফে দুর্যোধন সাঁপুই। ছদ্মবেশ ধারণ করে সে একের পর এক প্রতিশোধ নিতে থাকে প্রতিটি অসামাজিক কাজের। অবশেষে দারোগা সুজন ভদ্রের সহায়তায় ঘুরে দাঁড়ানোর শপথে ব্রতী হয় অর্জুন, মাধুরী, সোনালিরা। গল্পের গতিতে আরও কিছু চরিত্র আমরা দেখতে পাই। সাংবাদিক কেয়া চট্টরাজ, ক্যামেরাম্যান নীলাদ্রি, ডিকসেনারি, পল্টু, বিশু, নির্মলা এবং আরও অনেকে। দুর্যোধনের চরিত্রে তপন চক্রবর্তী বেশ ভাল, এ-ছাড়া অর্জুনের চরিত্রে সুমন চক্রবর্তী, মাধুরী চরিত্রে রিয়া গুপ্ত, কেয়ার চরিত্রে করিশ্মা চক্রবর্তী, জগাইয়ের চরিত্রে পার্থ মিল, দারোগার চরিত্রে গোপাল সর্দার, পল্টুর চরিত্রে মৃগাঙ্ক সরকার, বিন্দুবালার চরিত্রে অপর্ণা মন্ডল এবং সোনালির চরিত্রে পারমিতা চ্যাটার্জি প্রশংসার দাবি রাখেন। উত্তম বিশ্বাসের আলো, সুরজিৎ শর্মার আবহ, মহঃ ইসরাফিলের রূপসজ্জা যথাযথ।

সম্মাননা প্রদান

» লায়ন্স ক্লাব অফ কলকাতা ম্যাগনেটস বিশেষভাবে সম্মানিত করল ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ লাইফস্টাইল মেডিসিন-এর ডিরেক্টর ডাঃ সুরেশকুমার আগরওয়ালকে। জীবনধারা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে সম্মানিত করা হয়। এই উপলক্ষে শহরে আয়োজিত হয় একটি অনুষ্ঠান। ছিলেন নারায়ণ জৈন, আনন্দ প্রসাদ মৌর্য প্রমুখ বিশিষ্টরা।

ছোটদের নাটকের আসর

» রবিবাসরীয় সকালে তপন থিয়েটার মাতিয়ে দিল এক ঝাঁক কচিকাঁচা। টাইমস অফ থিয়েটারের আয়োজনে বসেছিল ছোটদের নাটকের আসর। মোট ৭০ জন খুদে মঞ্চস্থ করল মোট চারটি নাটক। টাইমস অফ থিয়েটারের ছোটরা পরিবেশন করল 'অবশেষে', 'দৌড়বীর' এবং 'কতটা জমি'। টাইমস অফ থিয়েটার এবং অন্য থিয়েটারের মেলবন্ধনে পরিবেশিত হল 'আজব ছবি'। ছিলেন নাটকগুলির নির্দেশক সৌমিত্র বসু এবং সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত, প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী, টাইমস অফ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা শুভময় বসু প্রমুখ।

কবিতা কর্নার

» ২৯ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার প্রেস কর্নারে অনুষ্ঠিত হল 'কবিতা কর্নার' শীর্ষক অনুষ্ঠান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ কবিতা আকাদেমি আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভামুখ্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আকাদেমির সভাপতি কবি সুবোধ সরকার। তিনি সবাইকে স্বাগত জানান। কবিতাপাঠ করেন মৃদুল দাশগুপ্ত, গৌতম চৌধুরী, সব্যসাচী সরকার। আবৃত্তি পরিবেশন করেন বিজয়লক্ষ্মী বর্মন, সুকুমার ঘোষ, সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঞ্চালনা করেন অলোক রায় ঘটক।

থিয়েটার জেগে থাকল

» তপন থিয়েটারে কলকাতার মিউনাস নাট্যদলের আয়োজনে ২৭ জানুয়ারি সন্ধে ৬টা থেকে ২৮ জানুয়ারি সন্ধে ৬টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় টানা ২৪ ঘণ্টা নাট্যোৎসব। এবার এই আয়োজনের ৯ বছর। মঞ্চস্থ হয় ২৫টি নাটক। প্রতিটি নাটকের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মহিলারা। যে-সমস্ত নাটককারের নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে তাঁদের সম্মানিত করা হয়। প্রথমদিন আয়োজিত হয় নাটককারদের সঙ্গে আড্ডা। সঞ্চালনায় ছিলেন শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ। মিউনাস নাট্যদলের কর্ণধার উৎসব দাসের কথায়, আমাদের নাট্যদল ২৪ বছরের। নাট্যদলগুলোর মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার ভাবনা থেকেই আমরা টানা ২৪ ঘণ্টা নাট্যোৎসব শুরু করেছিলাম। যাতে করে একটা পুরো দিন আমরা থিয়েটারের সঙ্গে যাপন করতে পারি।

বইমেলায় শিল্পীমন

» ২৯ জানুয়ারি কলকাতা বইমেলার সমরেশ বসু মুক্তমঞ্চে শিল্পীমনের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন কমল দে সিকদার, নমিতা চৌধুরী, কাজল সুর, সৈয়দ হাসমত জালাল, সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, পার্থসারথি গায়েন, এমানুল হক, সৌমিত বসু, সাকিল আহমেদ, পিনাকী রায়, বিশ্বজিৎ রায়, শকুন্তলা সান্যাল, ঋক রায় প্রমুখ। প্রকাশিত হয় কেতকীপ্রসাদ রায়ের বই 'আবৃত্তিযোগ্য কবিতা কোলাজ'। পরিবেশিত হয় আবৃত্তি ও কবিতাপাঠ। সঞ্চালনা করেন নন্দিনী লাহা।

মোয়া উৎসব

» গেল-গেল শীত। তবে শীতের শেষলগ্নে জগৎজোড়া জয়নগরের বিখ্যাত মোয়ার প্রচার-প্রসারে উৎসবের আয়োজন করেছিল বারুইপুর প্রেস ক্লাব। মোয়া নিয়ে উৎসব পদার্পণ করল দ্বিতীয় বর্ষে। গতবার জয়নগরে আয়োজিত হয়, এই বছর দক্ষিণ বারাসত শিবদাস আচার্য হাই স্কুলে বসে উৎসবের আসর। সহযোগিতায় জয়নগর ১ পঞ্চায়েত সমিতি। জানুয়ারির ২৭ ও ২৮ তারিখে এলাকার দশটি দোকান এই উৎসবে অংশ নেয়। উদ্বোধন করেন এলাকার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। ছিলেন বিধায়ক বিভাস সরদার, নমিতা সাহা-সহ স্থানীয় বহু জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের আধিকারিকেরা। শুধু মোয়া নয়, নলেনগুড়, পাটালি-সহ বিভিন্ন খাবারের সম্ভার নিয়ে মোয়া ব্যবসায়ীরা তাঁদের পশরা নিয়ে উৎসবে যোগ দেন। কেনাকাটা, খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি দু'দিন ধরে চলে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

জনহিতকর সেবা

» দীর্ঘদিন দুঃস্থদের পাশে থেকে নানাভাবে কাজ করছে 'সোনারপুর পাশে আছি ফাউন্ডেশন'। এদেরই আর্থিক ব্যবস্থাপনায় এবং কমলপুর (সাগর)-এর 'মানুষের সাথে মানুষের পাশে' যুবকবৃন্দের তত্বাবধানে রবিবার শতাধিক পরিবারের হাতে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। জয়নগর, বেলপাহাড়ি ও সাতজেলিয়া গ্রামের পর ফাউন্ডেশনের এটি আরও একটি জনহিতকর কর্মসূচি। আগামী দিনেও শিক্ষা-স্বাস্থ্য নিয়ে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত থাকবে বলে সংগঠনের সভাপতি সন্দীপ ভাদুড়ী জানিয়েছেন।

মনোজ্ঞ আলোচনাসভা

» খবরের কাগজ শুধু সময়ের ভাষ্য তুলে ধরে না, চিত্রিত করে সমাজকে। তুলে ধরে তার সুখ-দুঃখ, অবহেলিত, পিছিয়ে পড়া মানুষের কথাও। শনিবার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাসের দ্বিতীয় অডিটোরিয়ামের আলোচনাসভায় উঠে এল সংবাদপত্র কলম-এর ৪২ বছরের সেই ইতিহাস ও উত্তরাধিকারের কথা। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকদের কথায়-স্মৃতিতে উঠে আসে দেশভাগ-পরবর্তী পশ্চিমবাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানস গঠনে কলম-এর ভূমিকার কথা। এদিন মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাবন্ধিক খাজিম আহমেদ ও জাহিরুল হাসান। মাসিক কলম থেকে পাক্ষিক, সাপ্তাহিক হয়ে বর্তমানে দৈনিক 'পুবের কলম'-এর দীর্ঘ চার দশকের পথচলা নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ এম নুরুল ইসলাম, আরফান আলি বিশ্বাস, ওয়ায়েজুল হক, গিয়াসুদ্দিন আমেদ, মহিউদ্দিন সরকার, ঈশিতা সুর, মসিহুর রহমান, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ নুরুস সালাম, অধ্যাপক সাইফুল্লা, সোনা বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুরঞ্জন মিদ্দে, জাইদুল হক, প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার কাজী আলি আকবর, শফিকুল ইসলাম, শাহ আলম, শাহিদ আকবর, ফারুক আহমেদ প্রমুখ। এই সংবাদপত্রের যাত্রাপথে নানাভাবে অবদানের জন্য এদিন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আমিনউদ্দিন সিদ্দিকি ও হাজি মুস্তাককে সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানে পুবের কলম সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান সম্পাদিত 'প্রফেট মুহাম্মদ সা. : জীবনচরিত বনাম সমালোচনার যৌক্তিকতা' বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়।

মাঠে ময়দানে

5 February, 2024 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাংলাদেশের দলের কাছে হারে আইএসএলের ক্লাব, ইগর স্টিমাচের মন্তব্যে শোরগোল

মহামেডানের পাশে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : শুক্র ও শনিবার দু'দিন প্রায় নিঃশব্দেই মহামেডান ক্লাবে ঘুরে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী মরশুমে আইএসএলে মহামেডানকে দেখতে চেয়ে সবরকমের সহযোগিতার আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। রেড রোডের পাশে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে ধরনায় বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তারই ফাঁকে প্রথম দিন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে মহামেডান তাঁবুতে যান তিনি। শনিবার বিকেলে ফের ক্লাবে গিয়ে মহামেডান কর্তাদের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও ফিরহাদ হাকিম। আলোচনায় উঠে আসে মহামেডানের আইএসএল খেলার প্রসঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয় ক্লাবের আজীবন সদস্যপদ কার্ড।

ক্লাব সচিব ইস্তিয়াক আহমেদ বলেছেন, ''মুখ্যমন্ত্রী প্রথম থেকেই মহামেডানকে আইএসএলে দেখতে চেয়েছেন। এবার আমরা আই লিগে শীর্ষে রয়েছি। চ্যাম্পিয়ন হলে সরাসরি পরের মরশুমে আইএসএল খেলার সুযোগ পাব। আমরা এটা জানিয়েছি দিদিকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তোমরা চেষ্টা করো। আমিও রয়েছি। মহামেডান আইএসএল খেললে সরকার সবরকম সাহায্য করবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।''

মুখ্যমন্ত্রীকে আজীবন সদস্যপদ মহামেডানের।

আই লিগে প্রথম হার ডেভিডদের

এদিকে, রবিবার আই লিগে প্রথম হারের মুখ দেখতে হল মহামেডানকে। লিগ শীর্ষে থাকা মহামেডান ০-৩ গোলে হেরে গেল দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল কাশ্মীরের কাছে। কাশ্মীরের দলটির আইভরি কোস্টের স্ট্রাইকার নোহেরে ক্রিজো জোড়া গোল করেন। একটি গোল মহামেডানেরই প্রাক্তন বিদেশি শাহির শাহিনের। ঘানার ডিফেন্ডার যোশেফ আদজাই লাল কার্ড দেখায় খেলার শেষ ২৫ মিনিট ১০ জনে খেলতে হয় মহামেডানকে। এদিন হারলেও ১২ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই থাকল সাদা-কালো ব্রিগেড।

মহেশ সুস্থ, পরের ম্যাচে ভাসকুয়েজ

প্রতিবেদন : মরশুমে ডার্বি জয়ের হ্যাটট্রিক হাতছাড়া করার হতাশার মধ্যেই ইস্টবেঙ্গলের চিন্তা বেড়েছিল নির্ভরযোগ্য মিডফিল্ডার নাওরেম মহেশ সিংয়ের মাথার চোট। শনিবার ম্যাচ শেষে স্টেডিয়াম থেকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় মণিপুরী মিডিওকে। তবে চোট গুরুতর নয়। উদ্বেগের কিছু নেই। মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে রাতেই হাসপাতাল থেকে হোটেলে ফেরেন মহেশ। দিন তিনেকের বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছে। শনিবার গুয়াহাটিতে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ম্যাচে তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় নেই। স্প্যানিশ মিডিও সাউল ক্রেসপোও ডার্বিতে চোট পান। তবে স্বস্তির ব্যাপার, ক্রেসপোর সাধারণ মাসল পুল ছিল। ফলে পরের ম্যাচে দুই ফুটবলারকে পাওয়া যাবে।

ডার্বিতে মাথায় চোট পান মহেশ।

কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের হাতে ডার্বিতে চার বিদেশি ছিল। বেঞ্চে বিকল্প বিদেশি না থাকায় সমস্যায় পড়তে হয়েছে ইস্টবেঙ্গল কোচকে। তবে লাল-হলুদ সমর্থকদের স্বস্তি দিয়ে রবিবার মধ্য রাতেই শহরে চলে এসেছেন লিওনেল মেসির প্রাক্তন সতীর্থ স্প্যানিশ অ্যাটাকিং মিডিও ভিক্টর ভাসকুয়েজ। তাঁকে শনিবারের ম্যাচে পাওয়া নিয়ে কোনও সংশয় নেই। সোম ও মঙ্গলবার অনুশীলনে বিশ্রাম দিয়েছেন কুয়াদ্রাত। বুধবার থেকে ক্লেটন সিলভাদের সঙ্গেই নর্থইস্ট ম্যাচের প্রস্তুতিতে নামবেন ভাসকুয়েজ। তবে সিভেরিও টোরোর পরিবর্ত কোস্টারিকান স্ট্রাইকার ফেলিসিও ব্রাউন এখনও ভিসা হাতে পাননি। পরের ম্যাচের আগে তাঁর শহরে আসার সম্ভাবনা কম।

দু'বার এগিয়েও ডার্বিতে তিন পয়েন্ট না পাওয়ার হতাশার মধ্যেই শনিবার রাতে টিম হোটেলে ফিরে কেক কেটে জন্মদিন পালন করেন বার্থডে বয় ক্লেটন। বলেন, ''আমরা ভাল খেলেও জিততে পারিনি। আশা করি, পরের ম্যাচেই জয়ে ফিরব।''

ইডেনে ইনিংস হার বাংলার

প্রতিবেদন : প্রথম ইনিংসে ১৯১। দ্বিতীয় ইনিংসে সামান্য উন্নতি করে ২০৯। তবে এরপরও ঘরের মাঠে দুই ইনিংস মিলিয়ে বাংলা মুম্বইকে ছুঁতে পারল না!

রবিবাসরীয় দুপুরে লক্ষ্মীরতন শুক্লর দল যখন দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করল, শিবম দুবেদের দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করাতে তখনও দরকার ছিল ৪ রানের। ফলে ইডেনে মহা গুরুত্বপূর্ন রঞ্জি ম্যাচে বাংলা মুম্বইয়ের কাছে ইনিংস ও ৪ রানে হেরে নক আউট যাওয়ার রাস্তা শুধু কঠিন নয়, প্রায় অসম্ভব করে ফেলল।

কোচ লক্ষ্মী খেলার পর বলছিলেন, এই হারে আমরা হতাশ। দল হিসাবে আমরা ভাল খেলতে পারিনি। বিশেষ করে ব্যাটিংয়ে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আরও দুটো ম্যাচ বাকি আছে। আমরা আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরব। কেরল ম্যাচেই আমরা ঘুরে দাঁড়াব। ৯ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে বাংলা কেরল ম্যাচ। এটা বাংলার অ্যাওয়ে ম্যাচ।

এদিন বাংলার ইনিংসকে টেনেছেন বাঁহাতি কিপার-ব্যাটার অভিষেক পোড়েল। তিনি ৮৩ বলে ৮২ রান করেছেন। ১৫টি বাউন্ডারি। তবে অভিষেকের এই ইনিংস কোনও দাম পেল না! প্রথম ইনিংসে ৪১২ রান করা মুম্বই এদিন ফলো অন করানোর পর সকালে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে পরপর উইকেট হারিয়েছে বাংলা। মুম্বই বোলার মোহিত অবস্তি দুই ইনিংস মিলিয়ে দশটি উইকেট নিয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে অভিষেকের পর সর্বোচ্চ রান অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারির ২৯। তবে গত মরশুমে সাতশোর বেশি রান করা সুদীপ ঘরামি (২০) ভাল শুরু করেও শেষপর্যন্ত বেশিদূর এগোতে পারেননি। প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করা অনুষ্টুপ মজুমদার করেছেন ১৪ রান। পাঁচ ম্যাচে বাংলার এখন ১২ পয়েন্ট। নক আউটের যাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ বললেই চলে। মুম্বই এই ম্যাচ ইনিংসে জিতে বোনাস-সহ সাত পয়েন্ট পেল। তাদের ২৭ পয়েন্ট। নক আউট নিশ্চিত করে পরের ম্যাচে খেলবেন রাহানেরা।

আনোয়ার-হ্যামিলের চোটে বাড়ল সংশয়

প্রতিবেদন : দিমিত্রি পেত্রাতোসের শেষ মুহূর্তের গোলে ডার্বিতে হার এড়িয়েছে মোহনবাগান। দু'বার পিছিয়ে পড়েও বড় ম্যাচ ড্র করার দিনে সবুজ-মেরুন শিবিরে অস্বস্তি বাড়িয়েছে দুই ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি ও ব্রেন্ডন হ্যামিলের চোট। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, দু'জনের চোট গুরুতর নয়। কিন্তু জাতীয় দলের ডিফেন্ডার আনোয়ার গোড়ালির বড় চোট সারিয়ে শনিবারই প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে নেমেছিলেন। বড় ম্যাচে প্রথম ১৫ মিনিটের মধ্যেই চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছেন। মনে করা হচ্ছে, মাসল পুল। মাঠ ছাড়ার সময় আনোয়ারের মধ্যে অস্বস্তি দেখা না গেলেও চোটের গভীরতা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। হ্যামিলের চোট নিয়েও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়নি। ডার্বির পর মাঠ ছাড়ার সময় মোহনবাগানের অস্ট্রেলীয় ডিফেন্ডার জানান, তিনি নিশ্চিত নন শনিবার হায়দরাবাদ ম্যাচে খেলতে পারবেন কি না।

হুগো বুমোসকে নিয়েও অস্বস্তি বাড়ছে। একেই পারফরম্যান্স নেই। তার উপর কোচের সঙ্গে দূরত্বে বাতিলের পথে মেজাজি ফরাসি মিডফিল্ডার। টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্রে খবর, শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণেই বুমোসকে ডার্বিতে খেলানো হয়নি। তাঁর জায়গায় ফিট হয়ে দলে যোগ দেওয়া জনি কাউকোর আইএসএলে রেজিস্ট্রেশনের সম্ভাবনা বাড়ছে। যদিও ট্রান্সফার উইন্ডো শেষ হওয়ায় বুমোসকে রিলিজ করা সম্ভব নয়।

মাঠে ফিরে আবার চোট পেলেন আনোয়ার।

শনিবার যুবভারতীতে সমস্যায় জর্জরিত হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচ দিমিত্রি পেত্রাতোসদের। লিগের লাস্টবয় তারা। কমজোরি হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে সতর্কতা হিসেবে আনোয়ার, হ্যামিলকে হয়তো খেলাবে না দল। তাছাড়া কার্ড সমস্যা রয়েছে দীপক টাংরি, আর্মান্দো সাদিকুও নেই পরের ম্যাচে। শনিবারের পর মোহনবাগানকে খেলতে হবে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে। লিগের লড়াইয়ে উপরে উঠতে শীর্ষে থাকা গোয়াকে হারানোটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ মোহনবাগানের কাছে। কোচ অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাস নিঃসন্দেহে সেটাই চাইবেন। সোমবার থেকে হায়দরাবাদ ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করে দিচ্ছেন তিনি।

ডার্বির গোল বৈধ

দাবি প্রাক্তন ফিফা রেফারির

প্রতিবেদন : ডার্বিতে দু'দলের দুটো গোল নিয়ে যখন তুমুল বিতর্ক, তখন দু'টি গোলকেই বৈধতা দিলেন বহু বড় ম্যাচ খেলানো প্রাক্তন ফিফা রেফারি প্রদীপ নাগ। মোহনবাগানের দীপক টাংরি নিজেদের বক্সে ইস্টবেঙ্গলের নাওরেম মহেশকে ধাক্কা দেওয়ায় রেফারি পেনাল্টি দেন। ক্লেটন সিলভা গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন। মোহনবাগানের দিমিত্রি পেত্রাতোসের ম্যাচে সমতা ফেরানোর গোলটিও বিতর্কিত। দিমিত্রির কাছে বল আসার আগেই ইস্টবেঙ্গলের নন্দকুমারকে ফাউল করেন মোহনবাগানের সাহাল আব্দুল সামাদ। ম্যাচের পর অভিযোগ তুলেছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। দু'টি গোলকেই বৈধতা দিয়ে রেফারি রাহুল কুমার গুপ্তর পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রাক্তন ফিফা রেফারি। প্রদীপ নাগ বলেছেন, ''গোলমুখী আক্রমণ না হলেও মহেশের পায়ে বল না থাকলেও ফাউল যদি হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই পেনাল্টি। রেফারি কাছেই ছিলেন। আমার মনে হয়, উনি সঠিক সিদ্ধান্তই দিয়েছেন। একই কথা বলব মোহনবাগানের দিমিত্রির গোলের ক্ষেত্রেও। রেফারি নিশ্চয় সব থেকে ভাল বুঝেছেন। তাই এক্ষেত্রে ফাউল দেননি।''

সেরা মেয়েরা

প্রতিবেদন : কর্নাটকে আয়োজিত ৬৭তম জাতীয় বিদ্যালয় ক্রীড়ায় ভলিবলে বাংলার মেয়েরা গুজরাটকে সরাসরি ৩-০ গেমে হারিয়ে সোনা জিতেছে। বাংলা ২৫-১৪,২৫-১৫ ও ২৫-২৩ পয়েন্টে টানা তিনটি গেম জিতে নেয়। এর আগে সেমিফাইনালে গুজরাট কেরালাকে এবং বাংলার মেয়েরাও মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। এই নিয়ে পরপর তিনটি জাতীয় গেমসে সোনা জিতল বাংলার অনূর্ধ্ব ১৯ মেয়েরা। বাংলার কোচ ছিলেন কিশোর কুমার মালাকার। সহকারী কোচ ও চিফ দ্য মিশন ছিলেন যথাক্রমে রূপা সিং ও সুব্রত ঘোষ।

আন্তঃস্কুল দাবা

প্রতিবেদন : টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল হুগলি চুঁচুড়ার উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল চেকমেট ক্রনিকাল আন্তঃস্কুল দাবা। হুগলি, হাওড়া এবং কলকাতা মিলিয়ে মোট ৬০টি স্কুলের প্রতিযোগীরা টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা জুনিয়র বিভাগের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পাশাপাশি নবম থেকে একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে সিনিয়র বিভাগের প্রতিযোগিতায়। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশিষ্ট অ্যাথলিট সরস্বতী সাহা। সিনিয়র বিভাগে জয়ী আর্শিয়া বিশ্বাস। জুনিয়র বিভাগে জয়ী ভেঙ্কটেশ দাস।

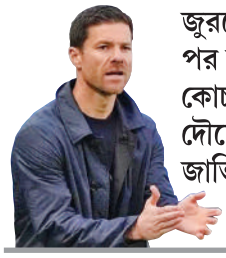

জুরগেন ক্লপের পর লিভারপুলের কোচ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে জাভি আলোন্সো

জয়ী ভারত এ

■ **আমেদাবাদ :** বিশাখাপত্তনমে রোহিত শর্মাদের সামনে জয়ের হাতছানি। তবে তার আগেই আমেদাবাদে আয়োজিত বেসরকারি টেস্টে ইংল্যান্ড লায়ন্সকে ১৩৪ রানে হারিয়ে দিল অভিমন্যু ঈশ্বরনের নেতৃত্বাধীন ভারত এ। চতুর্থ ইনিংসে ৪০৩ রান তাড়া করতে নেমে ২৬৮ রানেই শেষ ইংল্যান্ড লায়ন্স। ৬০ রানে ৫ উইকেট নিয়ে নায়ক ভারত এ দলের বাঁ হাতি স্পিনার শামস মুলানি। অফস্পিনার সারাংশ জৈন নিলেন ৫০ রানে ৩ উইকেট। ইংল্যান্ডের হয়ে একা কুম্ভের মতো লড়লেন অলি রবিনসন। কিন্তু তিনি ৮০ রান করে আউট হতেই ইংল্যান্ড লায়ন্সের ইনিংস তাসের ঘরের মতোই ভেঙে পড়ে।

নায়ক অ্যাবট

■ **সিডনি :** দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৮৩ রানে হারাল অস্ট্রেলিয়া। একই সঙ্গে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকার সুবাদে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ পকেটে পুরে নিলেন স্টিভ স্মিথরা। রবিবার প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৫৮ রান তুলেছিল অস্ট্রেলিয়া। অধিনায়ক স্মিথ (৫) রান পাননি। তবে শন অ্যাবটের ৬৯ এবং ম্যাথু শর্টের ৪১ রানের সুবাদে স্কোরবোর্ডে আড়াইশোর বেশি রান তুলেছিল অস্ট্রেলিয়া। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ৪৩.৩ ওভারে মাত্র ১৭৫ রানেই গুটিয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবিয়ানদের হয়ে সর্বোচ্চ ৪০ রান করেন কেসি কার্টি। ব্যাট হাতে হাফ সেঞ্চুরির পর বল হাতে তিন উইকেট নিয়ে ম্যাচের নায়ক অ্যাবট।

ইব্রাহিমের সেঞ্চুরি

■ **কলম্বো :** ইব্রাহিম জাদরানের অপরাজিত সেঞ্চুরিতে ভর করে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে কলম্বো টেস্টে লড়াই করছে আফগানিস্তান। রবিবার শ্রীলঙ্কার প্রথম ইনিংস ৪৩৯ রানে শেষ হওয়ার পর, পাল্টা ব্যাট করতে নেমে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটে ১৯৯ রান তুলেছে আফগানিস্তান। ইব্রাহিম ১০১ রানে ও রহমত শাহ ৪৬ রানে নট আউট রয়েছেন। ৪৭ রান করে আউট হয়েছেন নুর আলি জাদরান। যিনি আবার সম্পর্কে ইব্রাহিমের কাকা। প্রসঙ্গত, এই টেস্টেই অভিষেক হয়েছে ২২ বছর বয়সি ইব্রাহিমের। আর অভিষেক টেস্টেই সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে নজর কাড়লেন ইব্রাহিম। শুধু তাই নয়, ওপেনিং জুটিতে কাকা-ভাইপো মিলে ১০৬ রান যোগও করেন।

জিতল মায়ামি

■ **হংকং :** অবশেষে প্রি-সিজন ফ্রেন্ডলিতে জয়ের মুখ দেখল ইন্টার মায়ামি। রবিবার মার্কিন ক্লাব ৪-১ গোলে হারিয়েছে প্রতিপক্ষ হংকং একাদশকে। লিওনেল মেসিকে বল পায়ে দেখার আশায় স্টেডিয়াম ভরিয়ে দিয়েছিলেন ফুটবলপ্রেমীরা। যদিও মেসি ও লুইস সুয়ারেজদের রিজার্ভ বেঞ্চেই বসিয়ে রাখেন ইন্টার মায়ামি কোচ।

পাকিস্তানকে ৪-০ তে উড়িয়ে দিল ভারত

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের পর ভারতীয় ডেভিস কাপ দল। রবিবার ইসলামাবাদে।

ডেভিস কাপ টাই

ইসলামাবাদ, ৪ ফেব্রুয়ারি : ডেভিস কাপের ইতিহাসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখল ভারত। ওয়ার্ল্ড গ্রুপের প্লে-অফে পাকিস্তানকে ৪-০ ফলে হারিয়ে ওয়ার্ল্ড গ্রুপ ওয়ানে জায়গা করে নিলেন যুকি ভামরিরা। এই নিয়ে ডেভিস কাপে দু'দেশের মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে আপাতত ৮-০ ব্যবধানে এগিয়ে রইল ভারত।

শনিবার প্রথম দু'টি সিঙ্গলস জিতে দলকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দিয়েছিলেন রামকুমার রমানাথন ও শ্রীরাম বালাজি। রবিবার যুকি ভামরি ও সাকেত মাইনেনি ডাবলস ম্যাচ জিততেই ভারতের জয় নিশ্চিত হয়ে যায়। এরপর ফিরতি দু'টি সিঙ্গলসের প্রথমটিতে ভারতের নিকি পুঞ্চা স্ট্রেট সেটে দলকে ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। ম্যাচের নিষ্পত্তি আগেই চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ায়, শেষ সিঙ্গলস ম্যাচ আর হয়নি।

এদিন যুকি-মাইনেনি জুটি কোর্টে নেমেছিলেন পাকিস্তানের মুজাম্মিল মুর্তাজা ও আকিল খানের বিরুদ্ধে। প্রথম সেট সহজে জিতলেও, দ্বিতীয় সেটে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছিল যুকিদের। শেষ পর্যন্ত ৬-২, ৭-৬ (৭/৫) সেটে ম্যাচ পকেটে পোরেন ভারতীয় জুটি। দ্বিতীয় সেটের ফয়সলা হয়েছে টাইব্রেকারে। এই জয়ের পরেই শেষ দু'টি সিঙ্গলস ম্যাচ হয়ে পড়েছিল নেহাতই নিয়মরক্ষার। এরপর ফিরতি সিঙ্গলসে পাকিস্তানের মহম্মদ শোয়েবের মুখোমুখি হন নিকি পুঞ্চা। অভিষেক ডেভিস কাপ ম্যাচেই নজর কাড়লেন দীর্ঘদেহী নিকি। তিনি ৬-৩, ৬-৪ স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দেন পাক প্রতিদ্বন্দ্বীকে। দীর্ঘ ৬০ বছর পর পাকিস্তানে ডেভিস কাপের ম্যাচ খেলতে এসেছিল কোনও ভারতীয় টেনিস দল। তাই এই জয় আক্ষরিক অর্থেই ঐতিহাসিক।

মরশুম শেষেই এমবাপে রিয়ালে

দাবি ফরাসি মিডিয়ার

প্যারিস, ৪ ফেব্রুয়ারি : চলতি বছরের জুন মাসেই পিএসজির সঙ্গে কিলিয়ান এমবাপের চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। ক্লাবের নতুন চুক্তিতে সই করবেন না আগেই জানিয়েছেন তিনি। জল্পনা উসকে দিয়ে ফরাসি সংবাদমাধ্যমের দাবি, শেষ পর্যন্ত রিয়াল মাদ্রিদেই যাচ্ছেন ফরাসি তারকা। প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, ''আর কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। এমবাপে পিএসজি ছাড়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। তিনি পাড়ি দিচ্ছেন লা লিগায়। পরের মরশুমে রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে দেখা যাবে তাঁকে।''

এমবাপের রিয়ালে যাওয়া নিয়ে গত দু'বছর ধরেই চর্চা চলছিল। তবে প্রতিবারই শেষ মুহূর্তে ফরাসি তারকার রিয়ালে যোগ দেওয়া ভেস্তে গিয়েছে। নতুন বছরের শুরুতেই খবর রটেছিল, রিয়াল ফের এমবাপেকে বড় প্রস্তাব দিয়েছে। এবার ফরাসি মিডিয়ার দাবি, এমবাপে রিয়ালে যোগ দেওয়ার বিষয়ে মনস্থির করে ফেলেছেন। খুব দ্রুতই তিনি রিয়ালের প্রি-সিজন চুক্তিতে সই করে দেবেন। ফ্রি ফুটবলার হিসাবেই স্প্যানিশ ক্লাবে যাবেন। যদিও পিএসজি এখনও আশাবাদী, এমবাপেকে ধরে রাখার বিষয়ে। তারা তাঁকে বিশাল অঙ্কের আর্থিক চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছিল। যদিও এমবাপে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন বলেই খবর।

ডন ও বিরাটকে টপকালেন কেন

মাউন্ট মনগানুই, ৪ ফেব্রুয়ারি : রবিবার টেস্টের প্রথম দিনের দ্বিতীয় ওভারেই অসাধারণ এক কীর্তি গড়েন দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার টিসেপো মোরেকি। অভিষেকে নিজের প্রথম ডেলিভারিতেই এলবিডব্লু করেন ডেভন কনওয়েকে। বিশ্বের ২৪তম বোলার হিসেবে টেস্টে প্রথম বলেই উইকেট নেওয়ার কীর্তি মোরেকির। দিনের বাকি পর্বটা শুধুই নিউজিল্যান্ডের। কেন উইলিয়ামসন ও রাচিন রবীন্দ্র জোড়া সেঞ্চুরিতে চালকের আসনে নিউজিল্যান্ড। রাচিনের এটি প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি। নিউজিল্যান্ড ২ উইকেট হারিয়ে ২৫৮ রান তুলেছে। দিনের শেষে উইলিয়ামসন অপরাজিত আছেন ১১২ রানে। রাচিন ১১৮ রানে ক্রিজে। উইলিয়ামসনের এটি ৩০তম সেঞ্চুরি। তিনি টপকে গিয়েছেন ব্র্যাডম্যান ও কোহলির ২৯ টেস্ট সেঞ্চুরিকে। কিউয়ি অধিনায়কের ২৫৯ বলের ইনিংসে রয়েছে ১৫টি বাউন্ডারি।

কেন ও রাচিন।

ম্যান ইউয়ের সহজ জয়

ম্যাঞ্চেস্টার, ৪ ফেব্রুয়ারি : প্রিমিয়ার লিগে টানা দ্বিতীয় জয়ের স্বাদ পেল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। রবিবার ঘরের মাঠ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে এরিক টেন হ্যাগের দল ৩-০ গোলে হারিয়েছে ওয়েস্ট হ্যামকে। শুরু থেকেই প্রতিপক্ষকে চাপে রেখে ২৩ মিনিটেই গোল তুলে নেয় ম্যান ইউ। গোলদাতা রাসমুন্ড হয়লুন্ড। ৪৯ মিনিটে ২-০ করেন আলেজান্দ্রো গারনাচো। ৮৪ মিনিটে গারনাচো-ই দলের তৃতীয় গোলটি করেন। এই জয়ের সুবাদে ২৩ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার ছয় নম্বরে উঠে এল ম্যান ইউ। তবে প্রিমিয়ার লিগের অন্য একটি ম্যাচে চেলসি ২-৪ গোলে হেরে গিয়েছে উলভারহ্যাম্পটনের কাছে। হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের নায়ক উলভসের ম্যাথিউ কুনহা। আত্মঘাতী গোল চেলসির অ্যালেক্স দিসাসির।

১০ জনে খেলেও জয়ী বার্সেলোনা

গুন্ডোগানের গোল-উৎসব।

মাদ্রিদ, ৪ ফেব্রুয়ারি : শেষ কুড়ি মিনিট ১০ জনে খেলেও আলাভেসের বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে জয় ছিনিয়ে নিল বার্সেলোনা। ওসাসুনার বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে পরিবর্ত ফুটবলার হিসাবে মাঠে নামার ৬৮ সেকেন্ডের মধ্যেই গোল করে নায়ক বনে গিয়েছিলেন বার্সার তরুণ ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার ভিতোর রকি। এদিনও ইলখাই গুন্ডোগানের বদলি হিসাবে ৫৯ মিনিটে মাঠে নেমে ৬৩ মিনিটে দলের তৃতীয় গোলটি করেন রকি। কিন্তু ৭২ মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হল তাঁকে। যদিও জয় পেতে কোনও সমস্যা হয়নি বার্সার।

এর আগে বিপক্ষের মাঠে ২২ মিনিটেই এগিয়ে গিয়েছিল বার্সেলোনা। গুন্ডোগানের দুর্দান্ত পাশ থেকে বল জালে জড়ান রবার্ট লেয়নডস্কি। ৪৯ মিনিটে দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন গুন্ডোগান নিজেই। যতক্ষণ মাঠে ছিলেন জার্মান মিডফিল্ডারই ছিলেন বার্সেলোনার যাবতীয় আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু। তবে ৫১ মিনিটে আলাভেসের হয়ে ব্যবধান কমিয়েছিলেন সামু ওমোরোদিওন। যদিও ৬৩ মিনিটে রকির গোলে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে ফেলে বার্সা। এই জয়ের সুবাদে ২৩ ম্যাচে ৫০ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগার পয়েন্ট তালিকার তিন নম্বরে উঠে এল বার্সেলোনা।

মাঠে ময়দানে
5 February, 2024 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বুমরা ও শামি দু'জনেই সর্বোচ্চ মানের ফাস্ট বোলার, প্রশংসা স্টিভ হার্মিসনের

শুভমনের সেঞ্চুরি, জয়েরও হাতছানি

ভারত ৩৯৬ ও ২৫৫ ইংল্যান্ড ২৫৩ ও ৬৭/১

বিশাখাপত্তনম, ৪ ফেব্রুয়ারি : চতুর্থ ইনিংসে ৩৯৯ রান করে ইংল্যান্ড জিতছে, বেন স্টোকসদের জন্য এটা খুব কঠিন কল্পনা। এই মাঠের চতুর্থ ইনিংসের রেকর্ড ধরলে কাজটা আরও কঠিন লাগছে। তৃতীয় দিন শেষবেলায় ইংল্যান্ড যে ১৪ ওভার ব্যাট করল, তাতে বেন ডাকেটের (২৮) উইকেট হারিয়ে তারা ৬৭ রান তুলেছে। খেলার আরও বাকি দু'দিন। হাতে ৯ উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডকে করতে হবে ৩৩২ রান। কঠিন, ফলে অ্যাডভান্টেজ ইন্ডিয়া।

রেহান আমেদের বলে অশ্বিনের (২৯) যে ক্যাচ বেন ফোকস নিলেন, সেটা অসাধারণ। উইকেটের একদম কাছে দাঁড়িয়ে মাটির কয়েক ইঞ্চি উপর থেকে তিনি ক্যাচটা নিলেন। অশ্বিনের সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস। ২৫৫ রানে রোহিতরা ইনিংস শেষ করায় ইংল্যান্ডের জন্য টার্গেট দাঁড়িয়েছিল ৩৯৯ রান।

এই মাঠে তিনদিনে তিনজন নায়ককে পেয়েছে ভারত। প্রথম ইনিংসে যশস্বী জয়সওয়ালের ডাবল সেঞ্চুরি, জসপ্রীত বুমরার ৬ উইকেটের পর রবিবার শুভমন গিলের সেঞ্চুরি। তিনটে মাইলস্টোনকে যদি আলাদাভাবে দেখা যায় তাহলে গুরুত্বের দিক থেকে অবশ্যই এগিয়ে থাকবে শুভমনের এই ইনিংস। তাঁর রবিবাসরীয় ইনিংস ভারতীয় ড্রেসিংরুমে স্বস্তির বাতাবরণ ফিরিয়েছে এটা চোখ বুজে বলে দেওয়া যায়।

পরপর অনেকগুলো ম্যাচে শুভমন সেঞ্চুরি কেন, পঞ্চাশও করতে পারেননি। তিরিশ আর চল্লিশের মধ্যে থেমে যাচ্ছিল তাঁর ইনিংস। এখানেও প্রথম ইনিংসে দারুণ শুরু করে হঠাৎ আউট হয়েছিলেন তিরিশের ঘরে। বিরাট কোহলি ফিরলে তাঁর আর শ্রেয়স আইয়ারের জায়গা নিয়ে টানাটানি হওয়ার ছিল। শুভমনের এই ইনিংস আপাতত তাঁকে স্বস্তি দেবে।

সকালে ২৮/০ নিয়ে খেলা শুরু করে খুব তাড়াতাড়ি রোহিতকে (১৩) হারিয়েছে ভারত। তখন মোটে ১ রান যোগ হয়েছিল। এরপর যশস্বী (১৭) আর শুভমনের জুটি ভাল করে দাঁড়ানোর আগেই প্রথমজন উইকেট দিয়ে গেলেন জিমি অ্যান্ডারসনকে। এর আগে রোহিতকে ফিরিয়েছিলেন বশির। সকালে ২ রানে ২ উইকেট হারিয়ে ভারত কিছুটা চাপে পড়লেও দলকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে যান শুভমন ও অক্ষর প্যাটেল (৪৫)। দু'জনের জুটিতে উঠেছে ৮৯ রান। তার আগে শ্রেয়স ও শুভমনের জুটিতে উঠেছিল ৮১ রান। শ্রেয়স আরও একবার সেট হয়ে ফিরে গেলেন ২৯ রান করে।

বিরাট, রাহুল ও জাদেজা না থাকায় রজত পাতিদার যে সুযোগ পেয়েছিলেন, সেটা এখানে কাজে লাগাতে পারলেন না। প্রথম ইনিংসে তিনি করেছিলেন ৩২ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে করলেন ৯ রান। তবে শুভমন ও অক্ষর রান করে দেওয়ায় পাতিদারের রেহান আমেদকে তাড়াতাড়ি উইকেট দিয়ে যাওয়াটা খুব বেশি প্রভাব ফেলেনি। তবে পাটা উইকেটে মধ্যপ্রদেশ ব্যাটার যে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি, এটা ঘটনা।

শুভমন এদিন ১০৪ রান করতে খেলেছেন ১৪৭ বল। ১১টি ৪ ও ২টি ছক্কা। টেস্টে শুভমনের এটা তৃতীয় সেঞ্চুরি। আর তাঁকে দেখে মনে হল তিনি পুরনো মেজাজে ফিরেছেন। কিন্তু তাঁর জন্য ভাল সুযোগ ছিল এই ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। সেটা হয়নি। বশিরের স্পিন করে বেরিয়ে যাওয়া বলে ঠেকে গেলেন। বেন ফোকসকে নিচু হয়ে ক্যাচটা ধরতে হল। তবে ভারতের ২৫৫ রানের মধ্যে শুভমন একাই ১০৪। সেটাই বা মন্দ কী!

ডাকেটকে আউট করে উচ্ছসিত অশ্বিন। ডানদিকে সেঞ্চুরির পর শুভমন। রবিবার বিশাখাপত্তনমে।

শচীনের শুভেচ্ছা, আফসোস গিলের

ইংল্যান্ডের স্পিনার হার্টলিকে সুইপ মারছেন শুভমন।

বিশাখাপত্তনম, ৪ ফেব্রুয়ারি : শেষ ১২টি টেস্ট ইনিংসে কোনও হাফ সেঞ্চুরি নেই। ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলছেন চেতেশ্বর পুজারার মতো অভিজ্ঞ ব্যাটার। এই পরিস্থিতিতে ১৪৭ বলে ১০৪ রানের ইনিংসটা বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে শুভমন গিলকে।

প্রায় ১১ মাস পর টেস্টে সেঞ্চুরি পেলেন তরুণ ভারতীয় ব্যাটার। এর জন্য শুভমনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন স্বয়ং শচীন তেন্ডুলকরও। তিনি লিখেছেন, "শুভমনের এই ইনিংস থেকেই স্পষ্ট ও কতটা দক্ষ ক্রিকেটার। সেঞ্চুরির জন্য ওকে শুভেচ্ছা।" শুভমন আবার বলছেন, "টেস্টে অনেকদিন বড় রান পাইনি। এই ইনিংসটা খেলতে পেরে খুশি। তবে বাজে শট খেলে আউট হলাম। টি-এর মাত্র ৫-৬ ওভার বাকি ছিল। ব্যাট করতেও কোনও সমস্যা হচ্ছিল না। ক্রিজে টিকে থাকলে আরও রান করতে পারতাম।" মাঠে ছিলেন শুভমনের বাবাও। শুভমন বলছেন, "জানি না, বাবা কী বলবেন। ওই সময় আউট হওয়াতে মোটেও খুশি হবেন না।"

এদিন ভাগ্যেরও সাহায্য পেয়েছেন শুভমন। প্রথমবার টম হার্টলির বলে আম্পায়ার তাঁকে লেগ বিফোর উইকেট বলে ঘোষণা করেছিলেন। শুভমন নিজেও ভেবেছিলেন তিনি আউট। যদিও নন স্ট্রাইকার এন্ডে দাঁড়ানো শ্রেয়স আইয়ার এগিয়ে এসে তাঁকে রিভিউ নিতে বলেন। রিভিউয়ে দেখা যায়, বল ব্যাট ছুঁয়ে প্যাডে লেগেছে। বেঁচে যান শুভমন। এই প্রসঙ্গে শুভমনের বক্তব্য, "বল যে ব্যাটে লেগেছে, আমি বুঝতেই পারিনি। শ্রেয়স বলেছিল রিভিউ নিতে।" আরও একবার জিমি অ্যান্ডারসনের বল শুভমনের প্যাডে লাগলেও, আম্পায়ার আউট দেননি। ইংল্যান্ড রিভিউ নিলেও আম্পায়ার্স কলের জন্য সেবারও বেঁচে যান শুভমন।

নিজের ইনিংস সম্পর্কে শুভমনের বক্তব্য, "উইকেটে কোনও বাড়তি জুজু নেই। তবে রান তোলা সহজ নয়। বল পিচে পড়ে মন্থর গতিতে ব্যাটে আসছে। কিছু বল ঘুরছে আবার কিছু বল নীচু থাকছে।" শেষ দু'দিনে ইংল্যান্ডকে জেতার জন্য করতে হবে ৩৩২ রান। ভারতের চাই ৯টি উইকেট। শুভমনের বক্তব্য, "ম্যাচ এখন ৭০-৩০। সোমবার প্রথম সেশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। সকালের দিকে পিচ কিছুটা স্যাঁতস্যাঁতে থাকে। জোরে বোলাররা মুভমেন্ট পায়। আমাদের শুধু সঠিক জায়গায় বল করে যেতে হবে।"

ভারত ৬০০ করলেও রান তাড়া করতাম

হুঙ্কার অ্যান্ডারসনের

অ্যান্ডারসনের বলে আউট যশস্বী।

বিশাখাপত্তনম, ৪ ফেব্রুয়ারি : জেতার জন্য শেষ দু'দিনে চাই আরও ৩৩২ রান। হাতে ৯ উইকেট। এই পরিস্থিতিতে রবিবার মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে জেমস অ্যান্ডারসনের আত্মবিশ্বাসী মন্তব্য, "এই রান তাড়া করে জেতার ক্ষমতা আমাদের আছে। গতকাল রাতেই টিম মিটিংয়ে কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালাম বলেছিলেন, ভারত যদি ৬০০ রানও তোলে, তাহলেও আমরা জেতার জন্য ঝাঁপাব। কোচের কথাতেই স্পষ্ট, গোটা দলের মানসিকতা কেমন।"

২০২২ সালে ভারতের বিরুদ্ধে চতুর্থ ইনিংসে ৩৭৮ রান তাড়া করে বার্মিংহাম টেস্ট জিতেছিল ইংল্যান্ড। অ্যান্ডারসন বলছেন, "দুটো দিন খেলা বাকি। মানে ১৮০ ওভার হাতে রয়েছে। তবে আমরা ৬০ বা ৭০ ওভারেই ম্যাচ শেষ করে দিতে চাইব। আমাদের দুই ওপেনার বা নাইটওয়াচম্যান রেহান কিন্তু ইতিবাচক মানসিকতা নিয়েই ব্যাট করেছে।" একই সঙ্গে অ্যান্ডারসনের কটাক্ষ, "আমরা মোটেই চাপে নেই। বরং মনে হচ্ছে ভারতীয়রাই চাপে রয়েছে। ওদের ব্যাটিং দেখে মনে হচ্ছিল, স্কোরবোর্ডে কত রান তুললে যথেষ্ট হবে, সেটা নিয়ে দ্বিধায় রয়েছে। প্রায় চারশো রানের লিড নেওয়ার পরেও ওদের শরীরী ভাষায় স্বস্তির ছাপ দেখতে পাইনি।" অ্যান্ডারসন আরও যোগ করেছেন, "এই টেস্ট হারি বা জিতি, আমাদের খেলার ধরনে কোনও পরিবর্তন হবে না।"